লিপি-সংগ্রহ।

৺দুর্গাপ্রসাদ মিত্রের পত্র।

শ্রীবিনোদবিহারী মিত্র
সঙ্কলিত।
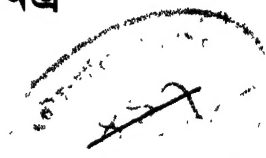
COMPILED BY
BENODE BEHARY MITTER, B. A., B. L.
Of the Provincial Civil Service.

কলিকাতা।

১৩০৭

মূল্য ॥৵০ আনা।

লিপি-সংগ্রহ।

অশুদ্ধি-পত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫	২৩	২২৮	১২২৮
২৫	৪	লঘুনা	লঘু না
২৫	২১	সর্ফল	সফল
২৯	১৭	শাখা	ফল
৩০	২৩	কাল	কালু
৩১	২২	বিশিষ্ঠ	বিশিষ্ট
৪৭	৮	ইক্ষণীয়	ঈক্ষণীয়
৪৯	২৩	দ্বার	দ্বারা
৫৬	১২	বিথ্যাবাদী	মিথ্যাবাদী
৫৭	১২	দক্ষযজ্ঞফলভাগী	দক্ষ যজ্ঞফলভাগী
৬২	১৪	থাকা	থাকায়
৮০	১	পৌ্যষ	পৌষ্য
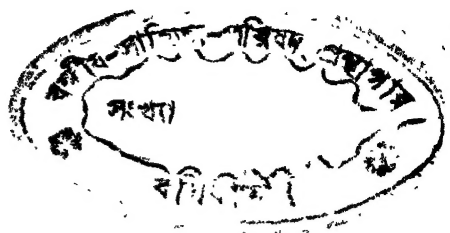
ভূমিকা।

অনেকের বিশ্বাস শ্রদ্ধাস্পদ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্ত মহোদয়গণ বাঙ্গালা গদ্যের জন্মদাতা. তাঁহাদের পূর্ব্বে গদ্য লিখিবার বিশুদ্ধ প্রণালী আদৌ প্রচলিত ছিল না। বাস্তবিক এই ধারণা নিতান্ত অমূলক নহে। তাঁহাদের পূর্ব্বে গদ্য লিখিবার প্রণালী এখনকার ন্যায় উৎকর্ষ লাভ করে নাই। কিন্তু যে মহাত্মার কয়েকখানি লিপি এক্ষণে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইতেছে, তাঁহার লিখিবার রীতি দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। এই সকল পত্র ইংরাজী ১৮২১ সাল হইতে ১৮২৫ সালের মধ্যে লিখিত হইয়াছিল। তখন বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়গণ নিতান্ত শিশু ছিলেন। সেই সময়ে বঙ্গভাষায় কেহ এরূপ সুন্দর রচনা করিতে পারিতেন তাহা সহসা বিশ্বাস হওয়া কঠিন। কেবল যে লিখিবার প্রণালী প্রশংসনীয় তাহা নহে; এরূপ যুক্তিযুক্ত গভীর ভাবপূর্ণ রচনা বাঙ্গালা ভাষায় অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। আমি অনেক দিন হইতে এই পত্রগুলি প্রকাশিত

করিবার মানস করি, কিন্তু নানা কারণে আমার সেই অভিলাষ পূর্ণ হয় নাই। এতদিন পরে যে এই সকল লিপি সংগ্রহ করিয়া সাহিত্য সমাজে উপহার দিতে পারিলাম, ইহা আমার সামান্য আনন্দের বিষয় নহে।

এই সকল পত্রের বিশেষ গুণ এই যে, প্রায় সমস্ত প্রস্তাবই পারিবারিক বিষয় লইয়া লিখিত হইয়াছে। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন এইগুলি পত্র নহে, কিন্তু লেখক বাস্তবিকই বারাণসীধাম হইতে আপন পুত্র, ভ্রাতা, প্রভৃতি দূরস্থ আত্মীয়দিগকে এই সকল পত্র লিখিয়াছিলেন। তৎকালে এক পয়সার পোষ্টকার্ড বা আধ আনার ডাক টিকিট প্রচলিত ছিল না, স্থানের দূরত্ব অনুসারে পত্রের মাশুল লাগিত।

সকল পত্রের সকল অংশ প্রকাশিত হইল না। স্থানে স্থানে পারিবারিক এমন সকল কথা লিখিত আছে, ব্যক্তি বিশেষের প্রতি এরূপ কটাক্ষ আছে যে, তাহা প্রকাশের উপযোগী নহে; সুতরাং সে সকল স্থানের অধিকাংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে। প্রথম পত্রের প্রথম পৃষ্ঠাখানি নষ্ট হইয়া যাওয়ায় প্রকাশিত হইল না।

লেখার অনেক স্থলেই একালের ভাষার সহিত বিভিন্নতা দৃষ্ট হইবে। সে সকল স্থান কিছুমাত্র পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করা হয় নাই, কেন না আমার প্রধান উদ্দেশ্য এই যে অশীতি বৎসর পূর্ব্বে একজন সুশিক্ষিত বাঙ্গালী কিরূপ ভাষায় লিখিয়াছিলেন পাঠক তাহা অবিকল জানিতে পারেন। তবে স্থানে স্থানে অর্থ সহজে উপলব্ধি হয় তজ্জন্য এক্ষণকার

ন্যায় চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে মাত্র, তখন কেবল ছেদ চিহ্ন প্রচলিত ছিল।

পত্র লেখক দুর্গাপ্রসাদ মিত্র ১৭০৭ শকাব্দার ১৯শে চৈত্র তারিখে (ইংরাজী ১৭৮৬ সালের এপ্রিল মাসে) হুগলী জেলার অন্তঃপাতী বলাগড়ের নিকট চাঁদড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামহের নাম রামনাথ মিত্র ও পিতার নাম রামজয় মিত্র। রামজয়ের পাঁচ পুত্র, তন্মধ্যে দুর্গাপ্রসাদ জ্যেষ্ঠ। লর্ড কর্ণওয়ালিসের শাসনকালে যখন ভূমিসংক্রান্ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয় তখন দুর্গাপ্রসাদের বয়স ৭ বৎসর। বলা বাহুল্য সে সময়ে এপ্রদেশে গ্রাম্য পাঠশালা ও খ্রীষ্টান মিসনরিদিগের দুই একটী স্কুল ব্যতীত অন্য কোন বিদ্যালয় স্থাপিত হয় নাই। তিনি প্রথমতঃ চাঁদড়া গ্রামের পাঠশালায় তৎকাল প্রচলিত বাঙ্গালা শিক্ষা করেন, পরে বাঁশবেড়িয়ার মিসনরি স্কুলে যৎসামান্য ইংরাজা পাঠ করিয়া সেই স্কুল পরিত্যাগ করেন। কিন্তু স্কুল পরিত্যাগ করিয়াও লেখা পড়া ছাড়িয়া দেন নাই, যাবজ্জীবন বিদ্যাচর্চ্চায় কালাতিপাত করিয়াছিলেন। তিনি অসাধারণ মেধাবী ও বুদ্ধিমান্ ছিলেন এবং আপন যত্ন ও অধ্যবসায় দ্বারা বাঙ্গালা, পারস্য, বিশেষতঃ ইংরাজী ভাষায় বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। সংস্কৃত ভাষাতেও তাঁহার নিতান্ত সামান্য অধিকার ছিল না। সে বিষয়ে বিশেষ পরিচয় দিবার আবশ্যক নাই, এই সকল পত্র পাঠ করিলেই পাঠক জানিতে পারিবেন।

দুর্গাপ্রসাদ বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া আরা নগরে আপন

জ্যেষ্ঠতাত পুত্র রাধামোহন মিত্র মহাশয়ের নিকট থাকিয়া প্রথমতঃ ডাকের কেরাণীগিরি কর্ম্ম করিতেন। পরে আরা জেলার কলেক্টরীতে কিয়ৎকাল কেরাণীর কার্য্য করিয়া বারাণসী-ধামে জজ আপিসে ও পরে কলেক্টরীতে হেড রাইটর অর্থাৎ প্রধান কেরাণীর পদে নিযুক্ত হন। অনন্তর উর্দ্ধতন সাহেবেরা তাঁহার সততা, কার্য্যদক্ষতা ও পাণ্ডিত্যে সন্তুষ্ট হইয়া ইংরাজী ১৮৪২ সালে তাঁহাকে বারাণসীর ডেপুটী কলেক্টরের পদ প্রদান করেন। পাঠক অবশ্যই অবগত আছেন, যে সময়ের কথা বলা হইতেছে সে সময়ে এদেশীয় লোকের একালের ন্যায় উচ্চপদ পাইবার কোন উপায় ছিল না। লর্ড বেণ্টিঙ্কের শাসনকালে কলেক্টর সাহেবদিগের সাহায্যের নিমিত্ত দেশীয় যে সকল সুশিক্ষিত লোককে সর্ব্বপ্রথম ডেপুটী কলেক্টরের পদ প্রদত্ত হয়, দুর্গাপ্রসাদ মিত্র তাঁহাদিগের মধ্যে এক জন।

খলিসানীর ঘনশ্যাম বসু মহাশয়ের কন্যা তারামণি দাসীর সহিত দুর্গাপ্রসাদ মিত্রের প্রথম বিবাহ হয়। সেই স্ত্রীর গর্ব্ভে তাঁহার এক পুত্র ও দুই কন্যা জন্মে। পুত্রের নাম মথুরামোহন মিত্র। এই গ্রন্থে প্রকাশিত প্রথম কয়েকখানি পত্র মথুরা-মোহন ও লেখকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা নন্দলাল মিত্রকে লেখা হয়, তাঁহারা উভয়ে প্রায় সমবয়সী ছিলেন ও তৎকালে কলিকাতায় থাকিয়া পড়া শুনা করিতেন। পত্র লিখিবার বহুকাল পরে মথুরামোহন তাহার অধিকাংশ অতি যত্নপূর্ব্বক একখানি পুস্তকে নকল করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার এই যত্ন ও

গুণগ্রাহিতা শক্তি না থাকিলে এই সকল পত্র কখনও প্রকাশিত হইত না। মথুরামোহন মিত্র এখন জীবিত নাই, তাঁহার ভগিনী জগদীশ্বরী দাসী অত্যন্ত প্রাচীনাবস্থায় কাশীধামে বাস করিতেছেন।

৩৫ বৎসর বয়ঃক্রমকালে দুর্গাপ্রসাদ মিত্রের প্রথম স্ত্রী বিয়োগ হইলে তিনি পুনরায় অম্বিকাকালনার চৌধুরী মহাশয়-দিগের বাটীতে বিবাহ করেন। এই দ্বিতীয় বিবাহ সম্বন্ধে অষ্টম পত্রে উল্লেখ আছে। কন্যা পুত্র সত্ত্বে পুনর্ব্বার দার পরিগ্রহ করিলে কিরূপ লজ্জা ও মনস্তাপ পাইতে হয়, সেই পত্রে তিনি যে ভাবে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, সেরূপ বর্ণনা বঙ্গ-সাহিত্যে অতি বিরল।

বারাণসী নগরে ডেপুটী কলেক্টরের পদে নিযুক্ত থাকা-কালে ১৭৬৩ শকাব্দার ভাদ্র মাসে (ইংরাজী ১৮৪২ সালের আগষ্ট মাসে) ৫৬ বৎসর বয়সে দুর্গাপ্রসাদ মিত্র পরলোক গমন করেন।

দুর্গাপ্রসাদ মিত্র ইংরাজীশিক্ষার গুণে একবারে কুসংস্কার-বিহীন ছিলেন, অথচ হিন্দুধর্ম্মে তাঁহার বিশেষ আস্থা ছিল। এই সকল পত্রের মধ্যে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের সমসাময়িক লোক ছিলেন।

কয়েকখানি পত্র কমললোচন মিত্রকে লিখিত হইয়াছে। তিনি লেখকের তৃতীয় ভ্রাতা, পারস্য ভাষায় সুপণ্ডিত ও কলেক্টরের সেরিস্তাদার ছিলেন ; স্বভাব চরিত্র নির্ম্মল হইলেও

অপরিমিত ব্যয়ের দ্বারা লোকলৌকিকতা রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেন। ষষ্ঠ ও সপ্তম পত্র এই সম্বন্ধে লিখিত হয়। এরূপ যুক্তিপূর্ণ উপদেশ, এরূপ মধুর ভাষা, এরূপ লিখিবার প্রণালী বঙ্গভাষায় আর কখন দেখা গিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না।

চাঁদড়া,
১৩০৭। বৈশাখ।

শ্রীবিনোদবিহারী মিত্র।

লিপি সংগ্রহ।

১

প্রাণাধিক

শ্রীযুক্ত নন্দলাল মিত্র ভায়া

তথা শ্রীযুক্ত মথুরামোহন মিত্র বাবাজি

চিরজীবেষু—

পরম শুভাশীর্ব্বাদ বিজ্ঞাপনঞ্চাগে তোমাদিগের পরম কল্যাণ এবং সৎজ্ঞান সর্ব্বদা শ্রীশ্রীঈশ্বর স্থানে প্রার্থনা করিতেছি তাহাতে অত্রানন্দ বিশেষ। * * * * * * * * * *

তোমাদিগের কিঞ্চিৎমাত্র তাচ্ছিল্য হইলে বিদ্যা হওনের আশা নিষ্ফল হইবেক, এবং তাহা হইলে জীবনের স্বার্থকতা কিছু মাত্র নাই। ধনবানের বিদ্যালাভ হইলে মনের সুখ এবং সংসারের সুখ্যাতি; আমরা নির্ধন, আমাদিগের ওতুই ভিন্ন তদ্দারা জীবনাবধি উপার্জ্জন করিয়া দিনপাত করিতে হইবেক। আমাদিগের যে বংশে উদ্ভব, দিনপাতের অন্য সদুপায় নাই। ইহাতে বিবেচনা করিবা বিদ্যাভ্যাসের কি পর্য্যন্ত আবশ্যকতা।

এইক্ষণে তোমাদিগের যে বয়ঃক্রম হইয়াছে, ইহাতে এক পল নিষ্ফল গত হইলে এক বৎসর বোধ করিবা ; এবং যে পল গত হইবেক তাহা আর পাইবা না, তাহার মধ্যে যে বিদ্যা লাভ করিবা তাহাই থাকিবেক এবং ক্রমে বৃদ্ধি হইয়া মনের সুখ প্রদান করিবেক। ইহা না করিয়া যদ্যপি সময় ক্ষতি কর, তবে পশ্চাৎ নিরর্থক খেদ করিতে হইবেক। ক্ষণমাত্র আলস্য করিবা না। শ্রমের সময় শয়ন, শয়নের সময় শ্রম, করিলে সে শ্রম কদাচ সফল হইতে পারে না ; অতএব তাহার ধারা লিখিতেছি,তাহাতে বিলক্ষণ মনোযোগ করিবা।

প্রত্যহ চারিদণ্ড রাত্রি থাকিতে গাত্রোত্থান করিয়া, পরমেশ্বরকে ভক্তিপূর্ব্বক স্মরণ, মনন, বন্দন, যথাজ্ঞান করিয়া সৎকর্ম্মে প্রবৃত্তি, অসৎ কর্ম্মে নিবৃত্তি প্রর্থনা করিয়া, শৌচাদি ক্রিয়া হইতে মুক্ত হইয়া, পূর্ব্বের পাঠ যাবৎ আবৃত্তি করিবা। তদ্‌পরে দুই জনে বিদ্যানুশীলন, অর্থাৎ উভয়ের পঠিত পাঠ উভয়ে জিজ্ঞাসা, করিবা। তদনন্তর অধ্যাপকের নিকট হইতে পাঠ লইয়া আসিয়া, স্নানাহ্নিক ভোজন করিয়া কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম করিয়া, লিখিতে আরম্ভ করিবা। দুই দণ্ড বেলা থাকিতে দুই জনে ভ্রমণ করিতে যাইয়া সর্ব্বক্ষণ ঐ ভাষাতে কথা কহিবা, ইহাতে লজ্জা করিলে জীবনাবধি লজ্জা পাইতে হইবেক। ভ্রমণান্তরে বাটীতে আসিয়া প্রাতঃকালের বিধি-মত পরমেশ্বরকে স্মরণ করিবা। আহার নিয়ম মত করিয়া, পাঠাভ্যাস বিলক্ষণরূপে করিয়া, পুনরায় দেড় প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত লিখিয়া, ভোজনাদি করিয়া শয্যাতে উপবিষ্ট হইয়া,

ঈশ্বর প্রণাম পূর্ব্বক শয়ন করিবা। তাবৎ কর্ম্ম ঈশ্বর স্মরণ পূর্ব্বক করিবা; আপন কর্ত্তৃত্বাভিমান কোন বিষয়ে নাই, এমত দৃঢ়তর জানিয়া চেষ্টায় তৎপর হইবা। পাঠাভ্যাস এবং শব্দোচ্চারণ বিলক্ষণরূপে করিতে হইবেক। মরেস্ গ্রামার (Murray's Grammar) কণ্ঠস্থ করিয়া পঠিবা, তদ্‌পরে অন্য পুস্তকারম্ভ। যে পাঠ যে দিবস লইবা, তাহার তাৎপর্য্য গ্রহণ উত্তমরূপে যাবৎ না হইবেক তাবৎ নিশ্চিন্ত হইবা না। যে সকল কথা অভ্যাস করিবা, তাহার অর্থ এবং উচ্চারণ শুদ্ধ-রূপে মনে রাখিবা। পূর্ব্ব পাঠ আবৃত্তিকালে স্পষ্ট করিয়া পাঠ করিবা। এ প্রকার করিলে যাহা পঠিবা তাহা ফল-দায়ক হইবেক।

আমাদিগের দেশে অনেক কুব্যবহার আছে; তাহার মধ্যে যেগুলা অতি নিন্দনীয় এবং তোমাদিগকে এক্ষণে জানাইবার যোগ্য, তাহা লিখিতেছি। মিথ্যা কথা কদাচ কহিবা না। দুর্বাক্য অর্থাৎ শাশুড়্যা, বৌয়া, ঝিয়া ইত্যাদি কহিয়া কোন ব্যক্তিকে পরিহাস, এবং আপন কথা সাব্যস্ত রাখিবার নিমিত্ত্ব অথবা অন্য হেতু শপথ করিবা না। অনেকে মাইরি দিব্য সর্ব্বদা করিয়া থাকে; কেহ তাহার অর্থ জানে না, কেহ বা জানিয়া অভ্যাস দোষ প্রযুক্ত ত্যাগ করিতে পারে না। ইহার অর্থ—মা হরি, ইহা হইতে অসৎ দিব্য অধিক আর নাই। অতএব ইহা এবং অন্য অন্য সামান্য দিব্য, অর্থাৎ শালা ভেড়ো ইত্যাদি, অতি যত্ন পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবা। আপনা হইতে যে যে লোক গুণবান এবং সুশীল, তাহাদিগের নিকট গমনা-

গমন মধ্যে মধ্যে করিবা, সর্ব্বদা করিবার এইক্ষণে সময় নহে। দিবসে যে যে কর্ম্ম করিবা, প্রত্যহ শয়নকালে তাহার সদসৎ বিবেচনা করিবা; তাহার মধ্যে যে যে অসৎ কর্ম্ম হইয়াছে, তাহা পর দিবস করিবা না। বাঙ্গালা সাধুভাষা সর্ব্বদা কহিবা, যাহা না জান তাহা কোন বিজ্ঞ পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিবা। একখানা ছাপার বাঙ্গালা অভিধান ক্রয় করিবা; তাহাতে সর্ব্বদা ব্যবহারের তাবৎ কথা আছে, তাহা দেখিয়া পত্র লিখিবা; এবং যে যে ইংরাজী কথা অর্থ লিখিয়া শিক্ষা করিবা, তাহার অর্থ ঐ অভিধানে দেখিয়া শুদ্ধ করিয়া কথার-বহিতে লিখিবা। এ প্রকার মনোযোগ কিছু দিন করিলেই অনায়াসে শুদ্ধ লিখিতে পারিবা। যে যে কথাতে স কিম্বা ন, হ্রস্ব কিম্বা দীর্ঘ থাকে, তাহা পূর্ব্বোক্ত অভিধান দেখিলে জানিতে পারিবা কোন্ স, কোন্ ন এবং হ্রস্ব কি দীর্ঘ হইবেক, তদনুসারে পত্রে লিখিবা।

বিশিষ্ট বংশে জন্ম গ্রহণ হইলেই বিশিষ্ট লোক হয় এমত নহে; বিশিষ্ট ধারা তাহাকে অবশ্য শিক্ষা করিতে হয়, তবে সে ব্যক্তি বিশিষ্ট। সর্ব্বদা পরিমিত, কাহারও উপরোধে পড়িয়া অধিক ভোজন এবং অসৎ পথে গমন করিবা না। সৎপরামর্শ যে ব্যক্তি দান করিবেক, তাহা আদর পূর্ব্বক গ্রহণ করিবা। গুরু জনকে ভয় এবং সম্মান করিবা। দুর্বাক্য আপন ভৃত্যকেও কহিবা না এবং আঘাত করিবা না, ভৃত্য মন্দ হইলে ত্যাগ সমোচিত দণ্ড। কাহারও সহিত বিবাদ এবং বচসা করিবা না। সংসারের মধ্যে সৌহার্দ্দ অতি

দুর্লভ এবং অপূর্ব্ব বস্তু জানিয়া, সকলের সহিত সুহৃদাচরণ করিবা। কোন লোকের অসম্মান করিবা না. কিন্তু পাত্র বিবেচনা করিয়া প্রণয় করিবা। স্ত্রীলোকের প্রতি ইচ্ছা করিয়া দৃষ্টিপাত করিবা না, যদি হঠাৎ হয় ঘৃণা করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিবা। কাহারও কোন ভাল দ্রব্য দেখিয়া লোভ করিবা না, এবং লোভ যত সম্বরণ করিবা তত অধিক সুখ ভোগ হইবেক, ইহা নিশ্চিত জানিবা। বস্ত্র এমত পরিধান করিবা না, যাহাতে বিবেচক লোক কহেন অমুক অত্যুত্তম বস্ত্র পরিয়াছে ; না এমত বস্ত্র পরিবা, যাহাতে লোকে কহে অমুক বড় মন্দ বস্ত্র পরে। মলিন বস্ত্র কদাচ পরিবা না, মোটা হইলে কিছু ক্ষতি নাই, সতত পরিষ্কার থাকিবা।

আমি যে যে কথা লিখিলাম ইহা যদ্যপি প্রতিপালন কর, তবে তোমরা পরম সুখে থাকিবা. এবং আমি সুতরাং পরম সুখী হইব। যদি না কর, তবে আমি কি পর্য্যন্ত অসুখী এবং তোমাদিগের প্রতি কুপিত হইব তাহা বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করণের বিষয় নহে। মাসের মধ্যে চারি রবিবার পাইবা, সেই অবকাশে দুই জনে পৃথক্ পৃথক্ পত্র লিখিবা। প্রতি মাসে এক এক পত্র আমার নিকট পাঠাইবা, আমিও তাহার উত্তর লিখিব, এবং ঈশ্বর কৃপায় যদি ইংরাজীতে পত্র লিখিতে পার, তবে আমিও সেই ভাষায় তাহার উত্তর তখন লিখিব। সে দিন হইলে কি আনন্দ হইবে তাহা লিখিয়া জানাইতে পারি না। যদি মনোযোগ কর তবে অবশ্য হইবেক। এইক্ষণে এই পর্য্যন্ত, বিজ্ঞাপন ইতি ১৮ মাঘ ২২৮।

পুঃ—

তোমরা আমাকে যে পত্র লিখিবা, তাহাতে আপনাদিগের লিখন পঠনের বৃত্তান্ত বিবরণপূর্ব্বক লিখিবা। বাটীর সমাচার বাটীর পত্রে পাইব। কি প্রকার পঠিতেছ, কি প্রকার লিখিতেছ, কত কথা শিক্ষা করিয়াছ ইত্যাদি সমাচার লিখিবা ইতি।

প্রাণাধিক শ্রীযুক্ত নন্দলাল মিত্র ভায়া
তথা শ্রীযুক্ত মথুরামোহন মিত্র বাবাজি
চিরজীবেষু—

পরম শুভাশীর্ব্বাদ বিজ্ঞাপনঞ্চাগে তোমাদিগের পরম কল্যাণ এবং সৎজ্ঞান সর্ব্বদা শ্রীশ্রীঈশ্বর স্থানে প্রার্থনা করিতেছি তাহাতে অত্রানন্দ বিশেষ। তোমাদিগের দুই জনার দুই পত্র পাইয়া সমাচার অবগত হইয়াছি। ঐ দুই পত্রে বিস্তর অশুদ্ধ এবং ভুল আছে। অশুদ্ধ নিমিত্তক তোমাদিগের অপরাধ কিছু-দিন গ্রহণ করিব না। ভুল কেবল মনোযোগ অভাবে হইয়াছে, এ অপরাধ গ্রাহ্য; কিন্তু প্রথমবার, অতএব ক্ষমা করিলাম, পুনর্ব্বার এমত না হয়। মনোযোগাভাব হইলে কোন কর্ম্ম-সফল কদাচ হইতে পারে না, অতএব লিখিতেছি, যে ক্ষণে যে কর্ম্ম করিবা তাহাতে অত্যন্ত মনোযোগ করিবা। এক কর্ম্ম করণের সময় দ্বিতীয় কর্ম্ম, অর্থাৎ লিখনের সময় পঠন, পঠনের কালে লিখন, ভাবিলে শ্রম সার্থক কি প্রকারে হইতে পারে?

এক কর্ম্ম সাঙ্গ না করিয়া দ্বিতীয় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবা না। যদি কোন কর্ম্ম এমত হয় যে এক দিবসে অথবা এককালে সাঙ্গ হইবেক না, ক্রমে সাঙ্গ করিতে হইবেক, তবে এক দিবসে যে পর্য্যন্ত হয় তাহা করিয়া দ্বিতীয় কর্ম্মে হস্তার্পণ করিবা, অর্থাৎ বহুমূল্য কাল নিরর্থক গত না হয় এমত করিবা। তথাকার কুব্যবহার দেখিয়া তথায় থাকিতে অনিচ্ছা হইয়াছে লিখিয়াছ, পাঠ করিয়া পরিতুষ্ট হইলাম। কু, সু জ্ঞান হইয়াছে, তবে সু ব্যতিরেকে কুগ্রহণ কেন করিবা? তথাচ সাবধান করিতেছি, কোন নূতন ব্যবহার প্রগাঢ়রূপে বিবেচনা না করিয়া কদাচ করিবা না। যদ্যপি তদ্বিবেচনায় অক্ষম হও, তবে শ্রীযুক্ত তৃতীয় দাদা মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিবা, অথবা আমাকে লিখিবা; কারণ, ব্যবহার করণের পূর্ব্বে বিবেচনা না করিলে মন্দ ব্যবহার স্বাভাবিক হয়, তাহার পর বিবেচনা করিয়া সে ব্যবহার ত্যাগ করা অতি কঠিন। বিশিষ্টবংশে জন্মিয়াও অসদ্ব্যবহার, অবিশিষ্ট কুলোদ্ভব হইয়াও সদ্ব্যবহার করিয়া থাকে। অতএব ব্যবহার শিক্ষা বিলক্ষণ বিবেচনা করিয়া করণের যৎপরোনাস্তি আবশ্যকতা। আমাকে পূর্ব্বে না লিখিয়া যে নূতন কর্ম্ম করিবা, তাহাও পরে আমার জ্ঞাতার্থে অবিলম্বে লিখিবা, তবে আমিও তাহার শুভাশুভ বিবেচনা করিয়া লিখিব। আপনি ভাল হইলে অন্যের দোষ কি করিতে পারে? তাবৎ মনুষ্যের দোষ এবং গুণ আছে। বুদ্ধিমান ব্যক্তির এই কর্ম্ম যে, দোষ ত্যাগ করিয়া গুণগ্রহণ করা। অসাধু সাধুর নিন্দা করিলে, বিশিষ্ট স্বভাবে

সেই নিন্দা প্রশংসা হয় ; কিন্তু সৎকর্ম্মের এমত গুণ, অসাধুর মনস্থ থাকিলেও সর্ব্বদা ভরসা করিয়া নিন্দা করিতে পারে না। যে কর্ম্ম বিশিষ্ট লোকের নিকটে করণের উপযুক্ত নহে এবং করিয়া ব্যক্ত করণের যোগ্য না হয়, সেই অসৎ কর্ম্ম। গাঁজা চরস ইত্যাদি গোপনে ব্যবহার কেন করে এবং করিয়াই বা মান্যলোকের নিকট স্বীকার না করে কেন ? যদি বল, অনেক লোক এমত আছে যে গোপন করে না ; তাহার বিলক্ষণ উত্তর এই, পাগলে উলঙ্গ হইয়া ভ্রমণ করে। যে ব্যক্তি লজ্জা ত্যাগ করিয়াছে, তাহার ব্যবহার ভদ্র লোকের বিবেচনার মধ্যে আনিবার যোগ্য নহে। লজ্জা থাকায় এবং প্রয়োজন বিশেষে, অর্থাৎ কোন ব্যক্তির শুভার্থে, দেওনেও যথেষ্ট গুণ আছে, কিন্তু পাওয়া এবং ত্যাগ, কোন ক্রমে ভাল নহে। এমত কর্ম্ম বিবেচনা পূর্ব্বক সর্ব্বদা করিবা যাহাতে লজ্জা না পাইতে হয়। অনেক মনুষ্য এমত আছে, বহুগুণ অল্পদোষ, সেও লঘু দোষ ; তাহাদিগের সঙ্গ করিবা। ইহার বিপরীত হইলে, অর্থাৎ বহু-দোষ অল্পগুণ এমত ব্যক্তির নিকটে যাইবা না ; যদি কর্ম্ম ক্রমে যাইতে হয়, যত্ন পূর্ব্বক তাহার নিকট হইতে পলায়ন করিবা, কিন্তু যদি সুসঙ্গতি হয় তবে তাহার অল্প গুণটুকুও ত্যাগ করিয়া আসিবা না। গুণ এমত বহুমূল্য বস্তু জানিয়া প্রাণপণে উপার্জ্জন করিবা। তোমাদিগের বুদ্ধি আছে, তবেই শুভাশুভ বিবেচনা করিতে লিখিতেছি, তাহা নহিলে এত শ্রম আমি কখন করিতাম না। বিদ্যাভ্যাসের নানা সুযোগ যে স্থানে, সে স্থানে বাস নির্ভাবনায় করিতেছ, এবং ঈশ্বর প্রসা-

দাৎ তোমাদিগের উপর সাংসারিক কোন ভার নাই; ইহাতেও যদি চেষ্টা এবং মনোযোগ অভাবে বিদ্যারত্নলাভ না করিতে পার, তবে কি লজ্জার কথা! অতএব যাহাতে এ লজ্জা না পাও, এমত চেষ্টা সর্ব্বদা করিবা। তাহার সদুপায় কেবল মনোযোগ এবং কায়িক শ্রম। ব্যয় ইহাতে যাহা হইবেক তাহা আমি করিতে প্রস্তুত আছি। অতএব বিলক্ষণ বিবেচনা করিবা, তোমরা বিদ্যোপার্জ্জন না করিতে পারিলে আমার অল্প বরং কিছু না, তোমাদিগের অত্যন্ত লজ্জা হইবেক।

বিদ্যোপার্জ্জনে তাবৎ কিঞ্চিৎ দুঃখ, যাবন্না বিদ্যাদিত্যের উদয় হয়। তদ্‌পরে কেবল সুখ; রক্ষণার্থে সর্ব্বদা অনুশীলন করিতে হয়, তাহাতেও পরম সুখ। দোষসকল অন্ধকার স্বরূপ বিদ্যাদিত্যের উদয় মাত্রেই নষ্ট হয়, অন্তঃকরণ নির্ম্মল হয়, ইহা হইতে অধিক সুখ আর কি? যদি এমত সদ্বিদ্যা না হয়, তথাচ যত শিক্ষা অধিক করিবা এবং সদ্ব্যবহার করিবা তত ভাল হইবা, তাহার কোন সন্দেহ নাই। বিদ্যাভ্যাসের প্রধান প্রতিবন্ধক আলস্য, তাহা কদাচ করিবা না। কোন মনুষ্যকে হেয় জ্ঞান করিবা না। যদি কোন বিষয়ে কোন ব্যক্তিকে তোমাদিগের হইতে ন্যূন দেখ, তৎক্ষণাৎ পরমেশ্বরকে স্মরণ পূর্ব্বক প্রণাম করিবা, কারণ তাঁহারই কৃপায় তদ্বিষয়ে তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ হইয়াছ। অহঙ্কার কোনক্রমে করিবা না। হিংসা কেবল বিদ্যাভ্যাসে প্রশংসনীয়, আর তাবৎ বিষয়ে নিন্দনীয় জানিবা। কাহার নিন্দা কদাচ জিহ্বাগ্রে আনিবা না; যদি অন্য কেহ করে, শ্রবণ করিবা না। নিন্দার অর্থ,

যে দোষ যাহাতে নাই, তাহা তাহাতে আরোপণ করা। স্তবের অর্থ, যে গুণ যে ব্যক্তিতে নাই, তাহা রচিয়া বলা। এ দুই, বিশেষতঃ পরনিন্দা, কহন এবং শ্রবণ যোগ্য নহে। আপনাদিগের প্রশংসা আপনারা করিবা না, তাহাতে দোষ ব্যতিরেকে গুণ নাই। যদি তোমাদিগের কোন কুৎসা কাহার দ্বারা শুনিতে পাও কেহ কহিয়াছে, তবে বিলক্ষণ রূপে বিবেচনা করিবা সে কুৎসার কারণ আছে কি না; যদি থাকে, তবে যত্নপূর্ব্বক ত্যাগ করিবা এবং কুৎসাকারককে এবং তৎজ্ঞাপককে পরম আত্মীয় জানিবা, কারণ তাঁহাদিগের হইতে সে দোষ দূর হইল। যদি কারণ না থাকে, তথাচ তাঁহাদিগকে অনাত্মীয় বোধ করিবা না, কারণ সে দোষ শরীরের মধ্যে প্রবেশ করণের পূর্ব্বে তাঁহারা সাবধান করিলেন, যেমত গৃহে চোর প্রবেশ করণের পূর্ব্বে যদি কেহ গৃহস্থকে সাবধান করে, তাহাকে কি গৃহস্থ অনাত্মীয় বোধ করিবেক? না বরং তাহার নিকট উপকৃত থাকিবেক? যদি বল, তবেত নিন্দুক হওয়ায় গুণ আছে। এমত কখন নহে; কারণ তাহারা কাহার শুভার্থে নিন্দা করে না, অখ্যাতি করিবার চেষ্টায় কিন্তু তাহা কদাচ সফল হইতে পারে না, সেই নিন্দা হইতে সুবোধ লোকের গুণ দর্শে। অতএব নিন্দুকদিগকে উপকারী জানিবা, কিন্তু তাহাদিগের দুঃশীল গ্রহণ করিবা না।

শ্রীযুক্ত মহাশয় লিখিয়াছেন, তোমাদিগকে শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বসু বাবাজির নিকট পাঠাইবেন। শুনিয়া তুষ্ট হইলাম। তাঁহাকে আমার আশীর্ব্বাদ কহিবা। তিনি বিলক্ষণ বিদ্বান

হইয়াছেন লোকপ্রমুখাৎ শুনিয়াছি। আমার নিতান্ত বাসনা তাঁহার ইংরাজী ভাষাতে একখান পত্র দেখি। অতএব তাঁহাকে কহিবা আমাকে পত্র লিখেন তবে অধিক তুষ্ট হইব। আমরা সকলে ভাল আছি বিজ্ঞাপন ইতি।—

পুনঃ তোমরা যে পত্র আমাকে লিখিবা তাহার ছত্রের মধ্যে এমত স্থান থাকে যে আমি লিখিতে পারি; কারণ আমার বাসনা তোমাদিগের পত্র শুদ্ধ করিয়া ফিরিয়া পাঠাইব। তাহাতে জানিতে পারিবা তোমরা কি অশুদ্ধ লিখিয়াছিলে, এবং সাবধান হইবা ইতি।

৩

প্রাণাধিক শ্রীযুক্ত নন্দলাল মিত্র ভায়া —
তথা শ্রীযুক্ত মথুরামোহন মিত্র বাবাজী
চিরজীবেষু—

পরম শুভাশীর্ব্বাদ বিজ্ঞাপনঞ্চাগে তোমাদিগের কল্যাণ সর্ব্বদা শ্রীশ্রীঈশ্বর স্থানে প্রার্থনা করিতেছি তাহাতে অত্রানন্দ বিশেষঃ। তোমাদিগের পত্র পাইয়া সমাচার অবগত হইয়াছি। কায়িক শ্রম, মনোযোগ এবং চেষ্টা না করিলে বিদ্যা রত্ন লাভ কদাচ হইতে পারে না, ইহা বিলক্ষণরূপে জ্ঞাত হইয়াছ, এবং সুখেচ্ছা তদ্বিষয়ের প্রধান প্রতিবন্ধক জানিয়া ত্যাগ করিয়াছ, ইহাতে যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইয়াছি। এইক্ষণে অনুকূল অধ্যাপক পাওয়া সুদুর্লভ,

তাহাও ঈশ্বরপ্রসাদাৎ পাইয়াছ, এবং বিদ্যাভ্যাসের অন্য অন্য সুযোগাভাবও নাই। ইহাতে যদ্যপি গুণশিক্ষা না করিতে পার, তবে তোমাদিগের সে লজ্জা রাখিবার স্থান জগতে হইবেক না। দেখ, গুণ কি বস্তু! শ্রীযুক্ত বসু বাবাজীর প্রশংসা তোমরা দুই জনে লিখিয়াছ, ইহাতে আমি তাঁহার পরিচয় পাইয়াছি এমত নহে, ইহার পূর্ব্বে আমি তাহা প্রকৃষ্টরূপে অবগত হইয়াছি। তোমরা তাঁহার নিকট মনের আনন্দপূর্ব্বক দূর স্বীকার করিয়া পাঠ লইতে প্রবৃত্ত হইয়াছ। আরো অনেক লোক তথায় আছেন, সেখানে এমত প্রীতি কেন জন্মে না? তাহার কারণ, যে যে সদ্গুণ বসু বাবাজীতে আছে, তাহার অভাব যে স্থানে সে স্থানে মনের সুখ কদাচ হয় না। যেমত সুখানুভব তাঁহার সমীপে তোমাদিগের হয়, তাহার অশেষগুণ বিজ্ঞলোকের হয়; কারণ, তাঁহারা গুণের মূল্য জানেন। অতএব বিবেচনা করিবা গুণাভাবে সংসারের সুখাভাব। যদি সুখের প্রার্থনা থাকে, তবে গুণের প্রার্থনা অবশ্য করিবা।

তোমাদিগের পত্র ফিরিয়া পাঠাইতেছি। তাহাতে যে যে স্থানে অশুদ্ধ ছিল তাহা শুদ্ধ করিয়াছি। পুনরায় আর কোন পত্রে ঐ সকল কথা লিখিতে হইলে শুদ্ধরূপে লিখিবা। পূর্ব্বের পত্র হইতে এবারকার পত্র ভাল হইয়াছে। এই প্রকার ক্রমে ক্রমে ভাল হইলেই তুষ্ট হইব, ইহার ব্যতিক্রমে ব্যতিক্রম জানিবা। পূর্ব্ব পত্রের ভুলের কারণ লিখিয়াছ—ত্রস্ত কারণ হইয়াছিল। একথা কহিবার মত

যদ্যপি তোমরা জানিয়া লিখিয়াছ, কিন্তু আমার বিবেচনায় শুনিবার উপযুক্ত কোন ক্রমে নহে। যে ব্যক্তি কেবল পর্ব্বেতে শুদ্ধাচারী হইয়া অন্যদিবসে অনাচারী থাকে, আমি তাহার প্রশংসা কখন করি না; যে ব্যক্তি সর্ব্বদা শুদ্ধাচারী, সেই প্রকৃত প্রশংসার্হ। সেইরূপ যদি কেহ বহু যত্নে একখানি শুদ্ধ পত্র লেখে, তাহার প্রশংসা কি? যে ক্ষণে যাহা লিখিবে, তাহাই শুদ্ধ লিখিবে, এমত হইলে প্রশংসনীয়। অতএব স্বাভাবিক অভ্রান্তলেখক হইবা। যদি বল, একি এমত কথা যে মনে করিলেই হয়? হাঁ, মনে করিলেই হয়। যদি কিঞ্চিতও বুদ্ধি না থাকে, তবে হয় না; অতএব তাহাকে মনুষ্য কহাও উচিত হয় না। মনোযোগ করিলে ভুল হয় না, তাহার প্রমাণের নিমিত্ত অন্য স্থানে যাইতে হইবেক না; তোমাদিগের পূর্ব্ব পত্রে যত ভুল ছিল, সম্প্রতিকার পত্রে তত নাই; কারণ কিঞ্চিৎ মনোযোগ করিয়াছিলা। অতএব অভ্রান্ত হওনের ক্ষমতা আপনার নিকটেই আছে, অন্যের ঠাঁই যাচ্ঞা অথবা ঋণ করণের বিষয় নহে।

যদ্যপি বাঙ্গালা এসময়ে অর্থকরী বিদ্যা নহে, তথাচ স্বদেশীয় ভাষা শুদ্ধরূপে কহনের এবং লিখনের যৎপরোনাস্তি ভদ্রলোকের আবশ্যকতা। এই কারণ তোমাদিগের এ ভাষা উত্তম প্রকারে জ্ঞাত হওনের এক উপায় আমি বিবেচনা করিয়াছি। বাঙ্গালা ছাপার সমাচার-চন্দ্রিকা নামক পত্র শ্রীযুক্ত তৃতীয় দাদা মহাশয় তোমাদিগকে ক্রয় করিয়া দিবেন। তাহা মনোযোগ করিয়া পঠিবা। তাহাতে নানা-

বিধ কথা এবং কথা রচনার উত্তম ধারা এবং বিশিষ্ট রীতি এবং সৎনীতি শিক্ষা হইবেক।

ইংরাজী শ্রীযুক্ত বসু বাবাজীর পরামর্শানুসারে পাঠ করিবা। সর্ব্বদা ইংরাজী ভাষাতে কথোপকথন করিবা, কিন্তু বাঙ্গলা কথোপকথনের মধ্যে ইংরাজী কদাচ কহিবা না, সে বিশিষ্ট ধারা নহে। কাপী পশ্চাৎ পাঠাইব। এই ক্ষণে আমি অত্যন্ত ব্যস্ত আছি। তোমরা সর্ব্বদা সাবধানপূর্ব্বক থাকিবা। এখানে সকলে ভাল আছেন, বিজ্ঞাপন ইতি, ৬ই এপ্রিল ১৮২২।

৪

প্রাণাধিক শ্রীযুক্ত মথুরামোহন মিত্র বাবাজী

চিরজীবেষু—

পরম শুভাশীর্ব্বাদ বিজ্ঞাপনঞ্চ বিশেষঃ।

তোমার পত্র পাইয়া সমাচার অবগত হইলাম। যে যে পুস্তক পঠিতেছ, তাহার মধ্যে লর্ড চেষ্টর ফিলড্‌স্ এডভাইস (Lord Chesterfield's Advice) অর্থাৎ পরামর্শ, সাংসারিক ভদ্রলোকের প্রতি অতি ভাল; অতএব সে পরামর্শ মনোযোগ করিয়া পঠিয়া তদনুসারে ব্যবহার না করিলে, পণ্ডশ্রম জানিবা। তাহার মধ্যে স্থানে স্থানে এমত পরামর্শ আছে, তাহা আমাদিগের ব্যবহার্য্য নহে। তাহা বর্জ্জন করিয়া অবশিষ্ট পরামর্শমতে চলিলে মনুষ্যত্ব ভাবাপন্ন হইতে পারিবা।

যে যে প্রকরণ পাঠ করিবা, তাহার তাৎপর্য্য পত্রের দ্বারা আমাকে জানাইবা; তবে আমি বুঝিতে পারিব যে তাহার অর্থ তোমার হৃদয়ঙ্গম হইতেছে কি না, এবং তাহা করিলে বাঙ্গলা পত্র লিখিতে সুশিক্ষিত হইতে পারিবা। তোমার সম্প্রতিকার পত্রে অনেক অশুদ্ধ লিখিয়াছ। ইহাতে বোধ হইল আমি পূর্ব্বে তোমাকে যে প্রকার উপদেশ দিয়াছি, তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্র মনোযোগ কর নাই; করিলে অবশ্য কিছু গুণ দর্শিত। আমি পত্র না লিখিলে তুমি লিখিবা না, এ বড় মন্দ কথা। তুমি আমাকে সর্ব্বদা পত্র লিখিবা, তবে আমি জানিতে পারিব যে তোমার বিদ্যাভ্যাস কি প্রকার হইতেছে। এইক্ষণে ত্রস্ত কারণ আর লিখিতে অশক্ত হইলাম। আমরা শারীরিক ভাল আছি। তোমাকে সকলে আশীর্ব্বাদ করিলেন বিজ্ঞাপন ইতি

এই পত্রে শ্রীযুক্ত নন্দলাল মিত্র ভায়াকে আশীর্ব্বাদ; যে পত্র বাবাজীকে লিখিলাম তাহাতে সমাচার জ্ঞাত হইয়া কর্ম্ম করিবা ইতি ৭ নবেম্বর ১৮২২।

৫

শ্রীযুক্ত নন্দলাল মিত্র ভায়া,—

তোমার পত্র পাইয়া তুষ্ট হইয়াছি। ইংরাজি এবং বাঙ্গালা অক্ষর এবং পত্রের বাক্য-প্রবন্ধ পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল হইয়াছে, ইহাতে বোধ হইতেছে তুমি লিখন পঠনে অনাবিষ্ট নহ।

বিবেচনা করিবা মনোযোগ করিয়া শ্রম করণের কি অপূর্ব্ব ফল! আপনি গুণবিশিষ্ট হইয়া আত্মীয়বর্গের প্রিয় এবং প্রশংসার্হ হইবা। ইহার বিপরীতাচরণের যে ফল, তাহা শ্রীযুক্ত মথুরা মোহন মিত্র বাবাজীকে যে পত্র লিখিতেছি তাহাতে অবগত হইবা।

শ্রীযুক্ত মথুরামোহন মিত্র বাবাজি, তোমার পত্র পাইয়া সমাচার জ্ঞাত হইয়াছি। তোমার বাঙ্গালা এবং ইংরাজী অক্ষর পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল হইয়াছে এমত বোধ হয় না; এবং তোমার পত্রের বাক্য-প্রবন্ধ উত্তম হওয়া স্বদূর, স্থানে স্থানে বাক্যের অপারিপাট্য প্রযুক্ত অর্থের এমত অস্পষ্টতা হইয়াছে যে, তাহা কষ্ট শ্রেষ্ঠেও বুঝা যায় না। ইহাতে বিলক্ষণ বোধ হইতেছে যে ঐ সকল বিষয়ে তোমার মনোযোগাভাব। নতুবা এমত হইবেক কেন? মনোযোগাভাবের তাবৎ লক্ষণ তোমার লিপি মধ্যে সুপ্রকাশ। এমত ছত্র তাহার মধ্যে প্রায় নাই, যাহাতে অশুদ্ধ শোধন এবং ভুলাচ্ছাদন মসির দ্বারা না করিয়াছ; তথাচ উভয়ের বিদ্যমানতা চক্ষুঃশূল হইয়া স্থানে স্থানে রহিয়াছে। অতি সংক্ষেপ পত্রের এই দশা, বিস্তার হইলে কি হইত তাহা অনুভবনীয় নহে। যদি স্বদেশীয়া ভাষা বিশিষ্টরূপে শিক্ষা না করিতে পার, তবে তোমার বিশিষ্ট কুলোদ্ভবের বিবরণ আয়াস স্বীকার করিয়া ভদ্রলোকের সাক্ষীর দ্বারা সপ্রমাণ করিতে হইবেক। ইহা হইতে বিশিষ্ট লোকের অধিক লজ্জার কথা আর কি আছে? অতএব যাহাতে এ লজ্জা না পাইতে হয় এমত চেষ্টা অবশ্যকর্ত্তব্য।

বিবেচনা করিবা তোমার বিদ্যাভ্যাসের মুখ্য কাল গত হইয়াছে, তথাচ তোমাকে তাহা শিক্ষা অবশ্য করিতে হইবেক। প্রথমতঃ স্বজাতীয়া বিদ্যা এবং সদ্ব্যবহার শিক্ষা। দ্বিতীয়তঃ কালহরণোপায় অর্থাৎ পারসীয়া কিম্বা ইংলণ্ডীয়া বিদ্যাভ্যাস। তৃতীয়তঃ ধর্ম্মপথ বিশিষ্টরূপে জানিয়া তদনুসারে ব্যবহার করা। এই ত্রিগুণাধার হইলে, তবে ভদ্রসমাজের যোগ্য হইতে পারিবা, এমত না হইলে কি পর্য্যন্ত লাঘবতা তাহা বিবেচনা করিবা। এ তিন গুণ মনুষ্যের যত্নসিদ্ধ বটে, তবে ইহাতে মনোযোগ না করে কেন ? যেমন পশু হইতে মনুষ্য শ্রেষ্ঠ, তেমন সামান্য মনুষ্য হইতে পণ্ডিত শ্রেষ্ঠ। মূর্খ ব্যক্তি চক্ষু কর্ণ পাইয়াও অন্ধ বধির হইতে অধিক অভাগাবন্ত, এবং বুদ্ধিমান্ হইয়াও পশু হইতে হেয় বলিয়া গণনীয় হয়। কারণ, অন্ধ না দেখিয়া, এবং মূর্খ দেখিয়া, কূপে পতিত হয় অথবা কুপথে গমন করে। বধির না শুনিতে পাইয়া, এবং মূর্খ শুনিয়াও, উত্তমা কথার মর্ম্মজ্ঞ হইতে পারে না। পশু স্বভাবতঃ বুদ্ধি হীন এবং মূর্খ বুদ্ধিমান্ হইয়াও, সদসৎ বিবেচনা করিতে অক্ষম। অতএব দেখিবা বিদ্যাভাবে মনুষ্যের কি দুর্গতি, ঐহিক সুখের এবং পরকালের অপূর্ব্ব ফলভোগের ভাজন হইতে পারে না। এমত বিদ্যারত্ন লাভের প্রবল প্রতিবন্ধক আলস্য, অমনোযোগ, এবং সুখেচ্ছা। অতএব এ তিনকে যত্নপূর্ব্বক ত্যাগ করিবা, তবে এ অপূর্ব্ব রত্ন লাভ হইবেক, তবে তুমি অনেক লোকের আদরণীয় হইবা ; নতুবা তদ্বিপরীত অর্থাৎ ঘৃণার পাত্র হইয়া সর্ব্বদা মনঃপীড়া পাইবা। ইহাও বিবেচনা করিবা সমবয়স্ক লোক

দিগের নিকট বিদ্যা বিষয়ে পরাজিত হইলে কি পর্য্যন্ত অপমান-গ্রস্ত হইতে হইবেক। ইহার পর আরো মন্দ ফল আছে, তাহা সংক্ষেপে লিখিতেছি।

আদরের পাত্র না হইলে কে আদর করিবেক? অতএব আপনার দোষে অনাদৃত হইয়া তাহার পর আর বিশিষ্ট সভায় গমনেচ্ছু হইবা না, বরং তাহাকে যমালয়বৎ বোধং হইবেক। যদি বিশিষ্ট সভা এরূপে ত্যাগ হইল, তবে নীচ সঙ্গ অবশ্য করিতে হইবেক; কারণ নির্গুণ ব্যক্তি সঙ্গী ব্যতিরেকে কদাচ থাকিতে পারে না। তথায় সদ্‌বংশ মলয়ার সৌরভ লোপ হইয়া, অনায়াসে নীচ ব্যবহার শিক্ষা হইবেক। তদ্‌পরে সৎকর্ম্ম করিতে কদাচ প্রবৃত্তি হইবেক না। অসৎ কর্ম্মেও সুখ নাই, সুতরাং ইহকালে পরকালে দুঃখের ভাজন হইতে হইবেক। তবে কি পর্য্যন্ত ক্ষতি তাহা বিবেচনা করিবা।

ইংরাজী বিদ্যাভ্যাস কেবল দিনপাতের সংস্থান। সাহেব লোকের নিকট আমাদিগের প্রথম পরিচয় অক্ষর। তাহা উত্তম না হইলে, যদর্থে এভাষা শিক্ষা তাহা অনায়াসে সফল হয় না। অক্ষর মনোনীত হইলে, কর্ম্মে নিযুক্ত করেন; তদ্‌পরে গুণের বিচার, অর্থাৎ অধিকগুণ থাকিলে তদুপযুক্ত অনুগ্রহ করেন। অতএব এবিষয়ে মনোযোগী হইবা। অক্ষরের বিষয় যাহা লিখিলাম, তাহা কেবল অনুভব, এমত বোধ করিবা না। পরীক্ষার দ্বারা ইহা সপ্রমাণ হইয়াছে। তদ্বিবরণ—আমি আরা জেলায় কালেক্টরের

কাছারিতে কয়েক বৎসর কর্ম্ম করিলে মেংওয়াটসন সাহেব কালেক্টর হইলেন। যে দিবস তিনি কর্ম্মের ভার গ্রহণ করিলেন, সে. দিবস আমার অক্ষর দেখিয়া তাঁহার মনোনীত হইল ; কিন্তু আমাকে তখন পর্য্যন্ত দেখেন নাই। পর দিবস প্রাতে আমাকে ইহাই কহিয়া স্মরণ করিলেন যে "অমুক পত্র যে ব্যক্তি লিখিয়াছিল তাহাকে আমার নিকট ডাকিয়া আন।" এইরূপে আমি তাঁহার নিকট পরিচিত হই। তদ্‌পরে যে প্রকার অনুগ্রহ আমাকে করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ এস্থানে বর্ণনের আবশ্যকতাভাব।

অক্ষর হইতে বাক্‌পটুতা সুকঠিন এবং সুদুর্লভ। কারণ অক্ষরের উত্তমতা স্বকীয় মনোযোগ-বিশিষ্ট শ্রমাধীন, বাক্-পটুতা বিদ্যার সহায়তা এবং সাহেব লোকের সহিত সর্ব্বদা কথোপকথনের সুযোগ অপেক্ষা করে। চেষ্টার অসাধ্য অত্যল্প কর্ম্ম সংসারের মধ্যে আছে। মধুমক্ষিকার ন্যায় যত্নবান্ হইয়া বিদ্যোপার্জ্জন করিবা এবং অত্যুত্তম হইব এমত আকাঙ্ক্ষা সর্ব্বদা করিবা, তবে উত্তম একান্ত না হইতে পার মধ্যম হইবা, অত্র সন্দেহো নাস্তি। যেমত অক্ষর লিখিয়া পাঠাইয়াছ, তাহা হইতে কিঞ্চিৎ বড় লিখিবা। বড়কে ছোট করা তেমত দুরূহ নহে, যেমত ছোটকে বড় করা।

ইত্যবধানে বিহিত করিয়া আমার সন্তোষ জানাইবা।

তোমা হইতে যে যে ব্যক্তি অধিক বিদ্বান্ তাহাদিগের সহিত সর্ব্বদা ইংরাজী কথা কহিবা এবং সল্লোকের সদ্ব্যবহার দেখিয়া ব্যবহার করিবা। ভাল পার অথবা মন্দ পার, অর্থাৎ

শুদ্ধাশুদ্ধ যে প্রকার কহিতে পার, তাহাতে লজ্জা না করিয়া সতত ইংরাজী কথা কহিবা, তবে ক্রমে ভাল কহিতে পারিবা। শুদ্ধাশুদ্ধ যেমত পার কহিবা লিখিলাম, ইহাতে এমত বোধ কদাচ করিবা না যে, অশুদ্ধ হইলে ক্ষতি নাই। প্রথমে এই প্রকার করিয়া আরম্ভ করিতে হয়, তদ্‌পরে ক্রমে মনোযোগের দ্বারা ভাল হয়; ইহাতে ব্যতিক্রম হইলেই শেষে বড় লজ্জা পাইতে হইবেক। এইক্ষণে তোমরা অশুদ্ধ বাক্য কহিলে কেহ হাসিবেক না, কারণ সকলে জানে তোমরা শিক্ষা করিতেছ। যে ক্ষণে পাঠাবস্থা হইতে মুক্ত হইবা, তখন প্রকৃত হাসিবার সময়—যদি যে প্রকার ভাল লোকে কথা কয় সে প্রকার না কহিতে পার। ইহা বিবেচনা করিয়া বিশেষ মনোযোগ করিবা।

তোমাদিগের দুইজনের পত্রে স্থানাভাব হয় নাই, তথাচ পত্র বাহুল্য হওনের ভয়ে সংক্ষেপ করিয়াছ, ইহাতে অসন্তুষ্ট হইলাম। তোমাদিগের এ ভয় কেন? পত্র যত বিস্তার হয় ততই ভাল; ইহাতে গুণ ব্যতিরেকে দোষ নাই; অতএব ভবিষ্যতে এমত ভয় করিবা না। যাহা পঠিবা তাহা অবশ্য লিখিবা; তদ্‌পরে পত্রে স্থান থাকিলে অন্য সমাচার লিখিবা, অথবা কোন মনের কথা লিখিবা, তবে পত্র লিখিতে পটু হইবা।

শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বসু বাবাজীকে আমার আশীর্ব্বাদ কহিবা এবং তিনি যে পুস্তক পঠিতে কহেন তাহাই পঠিবা। আমার বিবেচনায় যাহা পঠিতেছ, তাহা উত্তম। যে যে

কেতাব আবশ্যক হয়, তাহার মূল্য লিখিবা। গরেস্ গ্রামার তিন প্রকার আমি দেখিয়াছি। তাহার এক প্রকার বড় বিস্তার, তাহার মূল্য অধিক ; আর এক প্রকার তাহা হইতে সংক্ষেপ, তাহার মূল্য অল্প, তাহা পঠিলে গ্রামারের কর্ম্ম পূর্ণরূপে হয় ; আর এক প্রকার অতিসংক্ষেপ, তাহা তোমরা পঠিতেছ, তাহাতে কেবল স্থূল বোধ হয় ; অতএব ইহা পঠিয়া তদুপরে বিস্তার গ্রামার পাঠ করিলে, বিলক্ষণরূপে বোধ হইবেক। গ্রামার কি পর্য্যন্ত পঠিয়াছ, তাহা লিখিবা। ইহা বিজ্ঞাপন ইতি ২১ পৌষ ১২২৯।

পরমকল্যাণীয়

শ্রীযুত কমললোচন মিত্র ভায়া

চিরজীবেষু।

পরমশুভাশীর্ব্বাদ বিজ্ঞাপনঞ্চাগে--

তোমার কল্যাণ সতত শ্রীশ্রীঈশ্বরস্থানে প্রার্থনা করিতেছি, তাহাতে অত্রানন্দ বিশেষঃ। তোমার ২০ অক্টোবরের পত্র পাইয়া সমাচার অবগত হইয়াছি। পূজার অব্যবহিত পূর্ব্বে বাটীতে এক লিপি প্রেরণ করিয়াছিলাম, তাহাতে এখানকার সমাচার জ্ঞাত হইয়াছ ইহা ভাবিয়া তোমাকে এত দিবস পত্র লিখি নাই। তোমার সম্প্রতিকার লিখনে জানিলাম, সে পত্র তোমার বাটী হইতে আগমনের পর তথায় পৌঁছি-

য়াছে। এমতে আমার এখানকার সমাচারাভাব তোমার নিকটে হইয়াছে ; সুতরাং ভাবনার বিষয় বটে, কিন্তু কর্ম্মক্রমে এমত হইয়াছে।

প্রাণাধিক শ্রীযুত মথুরামোহন মিত্র বাবাজীর কর্ম্ম হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার লিখন পঠনের ব্যাঘাত হইবেক না ; অতএব আনন্দের বিষয়। ধনবান্ হইতে বিদ্বান্ আমার অধিক প্রিয় ; অতএব বাবাজীর এবং ভায়ার যাহাতে বিদ্যা হয় এমত চেষ্টা করিবা। যদি ইংরাজী উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়া সময় থাকে, তবে পারসীও শিক্ষা করাইবা। বিদ্যাভ্যাস মনুষ্যত্ব লাভ হওনের নিমিত্ত ; এবং মনুষ্যত্ব-প্রকাশ করণার্থ ধনের আবশ্যকতা, তাহাও বিদ্যা হইতে লাভ হয় এবং পরকালের সুখসম্পাদক কর্ম্মের সৎপরামর্শ পাওয়া যায়। বিদ্যার জাতি নাই, তিনি জাতি কুল ধন বিচার না করিয়া কৃপা করেন। সাধনানুসারে ফল ; মনুষ্যের শ্রম কর্ত্তব্য ; ফলের লাঘব গৌরব ফলদাতা বিবেচনা করিবেন। যাবজ্জীবন বিদ্যাভ্যাসের সুসঙ্গতি থাকিলে তাহাতে নিযুক্ত থাকিতে হইবেক, ইহা হইতে অধিক সুখ আর কোন বিষয়ে নাই। সাংসারিক সুখ অতি তুচ্ছ। পরমার্থলাভ বিদ্যার প্রসাদাৎ হয় ; তাহা নহিলে স্বার্থত্যাগী মহাশয়দিগের তিনি অত্যাজ্যা হইয়াছেন কেন ? ধন হইতে বিদ্যা শ্রেষ্ঠা। ধনাশা দূর হইলে সৌভাগ্য, বিদ্যাপ্রতি যত্নাভাব অভাগ্য। চিরসেবিত ধনত্যাগ করিয়া বহুজন গমন করিয়াছেন, অথবা চিরসেবিত ধন তাহার ভক্তকে ত্যাগ করিয়াছে, ইহার

প্রমাণাভাব জগন্মধ্যে নাই। কিন্তু বিদ্যার সেবকের সহিত ক্ষণেক কালের নিমিত্ত বিচ্ছেদ কখন হইয়াছে, এমত শ্রবণে আইসে নাই। ধনের অপহারক আছে, বিদ্যার তদভাব। ধন ব্যয় করিলে ন্যূন হয়, অধিক ব্যয় করিলে কিছুই থাকে না। বিদ্যা যত ব্যয় করিবা তত বৃদ্ধি হইবেক। ধন উপার্জ্জনে, রক্ষণে এবং ক্ষতি হওনে দুঃখ; কিন্তু বিদ্যার মন্ত্রণানুসারে ব্যয় করনে সুখও আছে। বিদ্যারম্ভে কিঞ্চিৎ দুঃখ, তৎপরে তাহার মর্ম্মজ্ঞান হইলে সুখ, তদনুশীলনে সুখ হারাইবার ভয় নাই। ধন কামাদি ষড়রিপুদিগের প্রবলতার এবং ইন্দ্রিয়দিগের বিকার জন্মাইবার প্রধান কারণ। বিদ্যা তাহাদিগকে আপন আপন যথার্থ বিষয় দেখাইয়া প্রবৃত্ত করান এবং কুপথগামী হইতে দেন না। তবে যদি বল, বিদ্যার এতগুণ, তবে পণ্ডিতদিগের মধ্যেও যে কুকর্ম্মী দেখিতেছি। তদুত্তর, গৃহ মধ্যে ঔষধি থাকিলে রোগ দমন যাদৃশ হয় না, সেবনকরনের আবশ্যকতা, তাদৃশ বিদ্যাভ্যাস করিলে দোষ শরীর হইতে পলায়ন করে না, বিদ্যার উপদেশানুসারে ব্যবহার করিতে হয়, তবে তাহার গুণ অবশ্যই দর্শে। ষড়রিপু এবং ইন্দ্রিয়গণকে সাধনের দ্বারা বুদ্ধ্যধীন করিতে পারিলেই কার্য্যসিদ্ধি। ইহাদিগের অধীন বুদ্ধি থাকিলে ইহারা যাদৃশ অনুপকারী, তদ্বিপরীত অর্থাৎ তাহারা বুদ্ধ্যধীন হইলে তাদৃশ উপকারী হয়, যেমন সুজাতীয় এবং সুশিক্ষিত অশ্ব কখন আরূঢ়ের সহিত অসদ্ব্য-বহার করে না বরং আরূঢ় অন্যমনস্ক হইলেও আরূঢ়ের

কর্ত্তব্য কর্ম্ম যে অশ্বকে সৎপথে লইয়া যাওয়া তাহা সে অশ্ব আপনি করে অর্থাৎ মন্দ পথে গমন করে না। অনেকে কহিয়া থাকেন, "ধনবানের অধীন বিদ্বান্, বিদ্বানের অধীন ধনবান্ কেন হয় না ?" ইহার সদুত্তর সেখ সাদী করিয়াছিলেন এই যে, বিদ্বান্ ধনের মর্য্যাদা জানেন, কিন্তু ধনবান্ বিদ্যার মর্ম্ম জ্ঞাত নহেন।

এইক্ষণকার যুবাদিগের ব্যবহার দেখিয়া অতিশয় ভীত আছি। দশটাকা উপার্জ্জন করণের শক্তি হইলেই, বিদ্যাভ্যাস ত্যাগ করিয়া উত্তম বস্ত্রালঙ্কার পরিধান করিয়া আপন রূপ লাবণ্য আপনি দেখিয়া মগ্ন হইয়া পাপজনক কৌতুকে আবিষ্ট হইয়া কালহরণ করে। কদাচ বিবেচনা করে না যে, ঐ দুই, অর্থাৎ বস্ত্রালঙ্কার, স্ত্রীলোকের বিশেষ মনোযোগের বিষয় হইয়াও, যাদৃশ অসতী স্ত্রীলোকের এই বিষয়ে মনোযোগ, তাদৃশ সতীর নহে। অতএব বাহ্য শোভার প্রতি অত্যন্ত মনোযোগের হেয়ত্ব স্পষ্টরূপে দেখা যাইতেছে। কিন্তু সাধারণ মনোযোগ নিন্দনীয় নহে বরং অতি কর্ত্তব্য। ইহাতে পুরুষের বিশেষ মনোযোগ হইলে তাহাকে স্ত্রীজাতির মধ্যে অবশ্যই গণনা করিতে হইবেক। তাহাদিগের উত্তম বস্ত্রালঙ্কার তাহাদিগের অভিলষিত কর্ম্ম, অর্থাৎ মূর্খত্ব দোষাচ্ছাদন, কদাচ করে না ; বরং দীপস্বরূপ হইয়া বিলক্ষণরূপে লোককে দর্শায়।

যুবাদিগের সুখী হওনের যৎপরোনাস্তি ইচ্ছা ; কিন্তু সুখ কাহাকে বলে তাহা জানে না। অমৃতভাণে বিষ

ভক্ষণ করিলে তাহার গুণ না করিবেক কেন? সেই সুখের বিষয়, যাহাতে পরিণাম মন্দ না হয়; তদ্বিপরীত, অর্থাৎ যাহাতে পরিণামে মন্দ হয়, সেই দুঃখের বিষয়। আশা লঘুনা হইলে সুখ নাই। ইহারা যে আশা কস্মিন্‌কালে পূর্ণ হইবে না, তাহারই দাসত্ব স্বীকার পুরুষত্ব বোধ করে; যদ্যপি অসদুপায় দ্বারা পূর্ণা হয়, তথাচ তাহাতে বিবেচনা করিলে লাভাভাব। নির্ধন, অথচ বিনাধনে যে কর্ম্মোপার্জ্জন হয় না তাহাতে অত্যন্ত আসক্ত, এবং ধনবানের ন্যায় লৌকিকতা ইত্যাদি সাংসারিক ব্যবহার করিয়া সংসারের মধ্যে যশস্বী হওনে অত্যন্ত উদ্‌যুক্ত। এ দুরাশা পরিপূর্ণ সদ্বৃত্তির উপার্জ্জনের দ্বাবা হওনের বিষয় কি? সুতরাং ঋণ করিতে হয়। তাহাতে ঐ দুরাশা পূর্ণ হইলেও মনের সুখাভাব, যেহেতু ঋণ পরিশোধের ভাবনা এবং উত্তমর্ণের উত্তেজনা অবশ্যই হইবেক, ইহা কি পর্য্যন্ত মনঃপীড়াদায়ক তাহা সকলেই বিজ্ঞাত আছে। কোন কোন এমত মহাপুরুষ আছেন, তাঁহারা ঋণ পাওনের নিমিত্ত যাদৃশ যত্নবান্, তৎপরিশোধের নিমিত্ত তাদৃশ ভাবিত নহেন, এবং উত্তমর্ণের উত্তেজনাকেও আভরণ জ্ঞান করেন। কিন্তু রাজার আজ্ঞানুসারে কারাগারে যাইবার ভয়ে কালযাপন করিতে হয়, সে কি মহতী মনঃপীড়া নহে? অবশ্যই বটে। অতএব ঋণ পরিশোধের চেষ্টায় প্রবৃত্ত। সে চেষ্টা সর্ব্বল সদ্বৃত্তির উপার্জ্জনের দ্বারা হইবেক কেন? সুতরাং অসদুপায়ের দ্বারা ধনোপার্জ্জনের উদ্যোগ। এপ্রকারে যদ্যপিও ঋণ

পরিশোধ হইয়া কারাগারে বদ্ধ হওনের সম্ভাবনা গেল, তবেই বা কি সুখ ? "দেখ কি পরমেশ্বরের ইচ্ছা, সৎকর্ম্মের ঋণ থাকে না" ইহা ভাবিয়া পুনরায় তত্তৎ কর্ম্মে নিযুক্ত। এপ্রকারে দুর্লভ জন্মের অসার্থকতা করিয়া কি ফল হইল ? বিনা সুখে ইহকাল গত, পরকালের অসুখের বীজ রোপণ, হইল, অর্থাৎ যে অসৎকর্ম্ম করিয়া ধনোপার্জ্জন হইয়াছে তাহার দণ্ডভোগ করিতে অবশ্যই হইবেক। যদ্যপি পরের ধন লইয়া ধর্ম্ম করিলে তাহার ফললাভ হয়, সেই লাভই বা কি ? নিরূপিত কাল পর্য্যন্ত স্বর্গভোগ করিয়া, পুরনায় আগমন হইয়া, ক্রমে ক্রমে অধিক মন্দ কর্ম্মে প্রবৃত্তি হইয়া, কেবল গমনাগমনের অবক্তব্য ক্লেশলাভ মাত্র। সাধারণ আহার আচ্ছাদনের কারণ যে ঋণ, তাহা অবশ্যই করিতে হয়। কিন্তু তাহা বিস্তর হয় না এবং তাহা পরিশোধের সদুপায় বিশ্বপিতার কৃপায় অবশ্যই হয়। যে সকল কর্ম্ম না করিলে কেবল অবিবেচক লোকের নিকট অখ্যাতি, পরকালের কিঞ্চিন্মাত্র হানি নাই, তাহাই করিতে অত্যন্ত দায়গ্রস্ত হইতে হয়। ইহা হইতে ছদ্মবেশিগণ, যাহারা আপনার অঙ্গবিশেষে নানা প্রকার কর্ম্ম দিয়া লোকের মনরঞ্জন করে, তাহারা অধিক উপহাস্য নহে; যে হেতু তাহাতে ছদ্মবেশীর লাভ আছে অথচ পাপাভাব। ঋণোপার্জ্জিত ধন ব্যয় করিয়া, ধর্ম্ম কর্ম্ম এবং সাংসারিক ব্যবহার করিলে, সদ্বিবেচকলোকের নিকট প্রশংসনীয় হওনের বিষয় কি ? অসদ্বিবেচক লোকে তৎকালীন ধন্য ধন্য করে; কিন্তু কিছুদিন পরে, কর্ম্ম কর্ত্তার সম্ভ্রমের প্রতি যে লোকের ভ্রম

তাহা দূর হইলে, তাহারাই, যাহারা পূর্ব্বে ধন্যবাদন করিয়াছিল নিন্দার দ্বারা স্ব স্ব বাক্‌পটুতা প্রকাশ করিবেক, বরং যে দোষ কর্ম্মকর্ত্তাতে অভাব তাহাও আরোপ করিয়া কহিবেক। তখন কর্ম্মকর্ত্তার হা! হতোস্মি দেখিয়া সল্লোকের কি মনঃপীড়ার বিষয়! কিন্তু তন্নিবারণ করিবার উপায়াভাব। এ বিষয়ের প্রমাণাভাব নাই, তথাচ চৈতন্য হইবার বিষয় কি? তাহার কারণ অবিবেকিতা ব্যতিরেকে আর কিছু বোধ হয় না। সাংসারিক ব্যবহারে আসক্ত, অথচ নির্ধন, এমত ব্যক্তির বিষয়ে আরও এক অধিক কৌতূকের বিবরণ আছে। প্রাণপণে ঋণ করিয়া সাংসারিক ব্যবহার, অথবা ধর্ম্মকর্ম্ম, করিয়াও মনে মনে করেন অতি সামান্যরূপ হইল, অর্থাৎ তাঁহার মনের মত হইল না। অথবা গৃহীতাদিগের পরিতুষ্টি হয় নাই ভাবিয়া মহাম্লান। কি আশ্চর্য্য! যে লোকের তুষ্টি ক্রয় করিতে পাওয়া যায়, তন্নিমিত্ত লোক সকল সচেষ্ট, অথচ স্পষ্টরূপে দৃষ্ট হইতেছে তাহাদিগের তুষ্টিতে হানি ব্যতিরেকে গুণ নাই। যে সকল লোক বিনা লাভে আত্মীয় হয় না, দাতার প্রতুলা-প্রতুল বিবেচনা করে না, তাহারা অতি নীচ, তাহাদিগের তুষ্ট্যর্থে মহতা মনঃপীড়াদায়ক যে ঋণ তাহা স্বীকার করা কেন? প্রয়োজনানুসারে সঙ্গতিক্রমে সে তুষ্টি ক্রয় করা যাইবেক, ইহা ভাবিয়া স্থির হইলে ক্ষতি কি? ধর্ম্ম পরমেশ্বরের প্রীত্যর্থে করণের যৎপরোনাস্তি আবশ্যকতা; তাহা মনের দ্বারা যেমত উত্তমরূপে হইতে পারে, ধনের দ্বারা তেমত কদাচ হয় না। অতএব সাংসারিক ব্যবহার সাধ্যানুসারে,

করিয়া, যাহাতে মনের সুখ হয়, তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য। যে যে মনদুঃখ দৈবাধীন, তাহা আমাদিগের চেষ্টার দ্বারা নিবারণ কদাচ হইতে পারে না। তুমি বুদ্ধিমান, তোমাকে আর অধিক লিখনের আবশ্যকতা নাই।

* * * *

এই পত্র পাঠ করিয়া বাবাজীকে এবং ভায়াকে পাঠ করিতে দিবা। ইহার মধ্যে যদি কোন কথা অন্যায় তোমার বিবেচনায় হয়, তাহা অবশ্য লিখিবা। তদ্দারায় আমার ভ্রম দূর হইবে, অথবা তোমার ভ্রমপ্রযুক্ত অন্যায় বোধ হইয়া থাকে সে ভ্রম আমি দূর করিব।

* * * *

আমরা সকলে শারীরিক ভাল আছি ইহা বিজ্ঞাপন ইতি। ৯ নবেম্বর. ১৮২৫।

৭

পরম কল্যাণীয় শ্রীযুক্ত কমললোচন মিত্র ভায়া

চিরজীবেষু—

পরম শুভাশীর্ব্বাদ বিজ্ঞাপনঞ্চাগে তোমার কল্যাণ সতত শ্রীশ্রীঈশ্বর স্থানে প্রার্থনা করিতেছি তাহাতে অত্রানন্দ বিশেষঃ।—তোমার ২৩. নবেম্বরের পত্র পাঠ করিয়া বোধ হইল যে বিদ্যাভ্যাস এবং উত্তম বস্ত্রালঙ্কারের বিষয়ে আমি যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহা তোমার গ্রাহ্য হইয়াছে; কিন্তু

ঋণ করণের অকর্ত্তব্যতা তোমার নিকটে সাব্যস্ত হয় নাই। তাহার প্রধাণ কারণ তুমি তাহাতে বিরত নহ। তাহা না লিখিয়া, লোকানুরাগ গ্রহণ এবং লোকাপবাদ নিবারণ ইত্যাদি লিখিয়াছ। এ বিষয়ে তোমার ঘোর ভ্রান্তি আছে। তাহা দূরকরণার্থ পুনরায় যাহা লিখিতেছি, তাহা গণতাশূন্য হইয়া পাঠ করিবা, তবে তাহার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিবা। অনেক মনুষ্যের এ দোষ আছে যে আপন দোষকে জানিতে ইচ্ছা করে না, তন্নিমিত্ত দোষবক্তার উপদেশ তাহাদিগের প্রিয় হয় না। সুতরাং গণতাশূন্য হওয়া অতি কঠিন। অতএব তাহার এই সদুপায় যে, আমার লিখন তোমার দোষের প্রতি নহে, এমত বুঝিয়া স্থির হইয়া পাঠ করিবা। ঔষধ কে কোথায় সুস্বাদু বলিয়া সেবন করে? বুদ্ধিমান তাহার গুণের প্রতি দৃষ্টি করিয়া সেবন করে, রোগ দমন হইলে তাহার প্রতি ভক্তি জন্মে। এই ধারা চিরকাল আছে, নূতন নহে।

"সংসাররূপ বৃক্ষমূল, ভাবনা তাহার পল্লব" ইহা যেন তুমি যথার্থ লিখিয়াছ মানিলাম। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিবা সেই পল্লবে দুইটী শাখা আছে, একটি সুখদায়ক, তাহা বুদ্ধিমানের, আর একটি দুঃখদায়ক, তাহা বুদ্ধিহীনের গ্রাহ্য। তুমি বুদ্ধিমান হইয়া যত্ন পূর্ব্বক বুদ্ধিহীনের গ্রাহ্যফল সর্ব্বদা গ্রহণ করিয়া, অর্থাৎ আমার পত্রাভাব হইলেই এখানে কোন অমঙ্গল ঘটিয়াছে ভাবিয়া ব্যামোহ পাও, এই জন্য লিখিয়াছিলাম ভাবিত হইবা না। পত্রাভাবের প্রধান কারণ সাবকাশাভাব, ইহা ভাবিলে চিন্তার্ণবে মগ্ন হওনের বিষয় কি?

কর্ম্মক্রমে পত্রাভাব হইলে দূরস্থ আত্মীয়বর্গের এই দুই, অর্থাৎ অমঙ্গল এবং অনবকাশ তাহার কারণ অনুমেয় হয়। অতএব ভাল কারণ থাকিতে মন্দ ভাবিয়া সুখহীন হওনের প্রয়োজন কি? পরমেশ্বর শরীরে যাহা যাহা দিয়াছেন, তাহার কিছুই অকর্ম্মণ্য নহে। তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়া, অর্থাৎ কি নিমিত্ত কি দিয়াছেন তাহা বিবেচনা করিয়া চলিতে পারিলে, যে সংসারকে দোষী করিয়া তুমি নির্দ্দোষী হওনের চেষ্টা করিতেছ, সেই সংসারে তাবত গুণ দেখিয়া আপনাকে দোষী জ্ঞান করিবা। চিন্তার মধ্যে ভাল মন্দ দুই আছে, চিন্তার দোষ কি? এই প্রকার সংসার মধ্যে সুখ দুঃখ দুই আছে, বিবেচনা পূর্ব্বক ব্যবহার করিলে সুখ দুঃখ ভোগ সম্ভব-মত হয়। অবিবেচকের দৃষ্টিতে দুঃখ ব্যতিরেকে সুখ দর্শন হয় না।

লিখিয়াছ "ঈশ্বর ইচ্ছা বলবতী জানিয়া, উপস্থিত অবস্থায় নীত্যনুসারে থাকিলে, পরমেশ্বরের অতুষ্টির বিষয় হইতে পারে না।" অতি যথার্থ। এইক্ষণে অবস্থা এবং নীতি-বিচার কর্ত্তব্য। অবস্থা—নির্ধন সংসারী; তাহার কর্ত্তব্য ধনব্যয় করিয়া অনুরাগ গ্রহণ এবং অপবাদ নিবারণ কোন শাস্ত্রে বিধি আছে, এমত আমার শ্রবণে আইসে নাই, অতএব আমার বিবেচনায় নীতিসম্মত নহে। এইক্ষণে কহিবা দশ-জনের মতাবলম্বী হওয়া উচিত। ইহা আমারও মত। কিন্তু এস্থলে দশজন কে, তাহা অবশ্য বিচার কর্ত্তব্য। দেবী সেন, কালু বাবু, ফকির পাল প্রভৃতি দশজনের মধ্যে গণ্য কদাচ

নহে। না যাহারা জাত্যভিমানে,বিদ্যাভিমানে,ধনাভিমানে,অন্ধের ন্যায় সংসারে ভ্রমণ করিতেছে, তাহারাই হইতে পারে। যে সকল লোক ঐহিক কার্য্য সিদ্ধ্যর্থে পরকালকে বলিদান না দিয়াছে, তাহারাই ঐ দশজন। তাহাদিগের মতাবলম্বী হইয়া চলিলে তবে সংসারের নীতিমত চলা সিদ্ধ, এবং নিরূপিত কালে নিবৃত্তি দুর্লভা নহে, অন্যথা প্রকারে সুদুর্লভা, তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ পূর্ব্বোক্ত সেন প্রভৃতি ব্যক্তিতে প্রকাশ আছে। কুকর্ম্মকে আমরা ত্যাগ না করিলে কালক্রমে কুকর্ম্ম আমাদিগকে ত্যাগ করিবেক, একি আশ্চর্য্য কথা! ইহা হইলে মুর্খ পণ্ডিত, অসাধু সাধু, বিনা সাধনে অবশ্যই হইত। যদি বল ইন্দ্রিয়দোষ কালক্রমে চেষ্টা না করিলেও যায়, এমত দেখিতেছি। তদুত্তর তাহার ক্ষমতা যায়, বিনা সাধনে তাহার অভিলাষ কস্মিনকালেও যায় না, বরং অভিলাষ পূর্ণ করণের ক্ষমতাভাব প্রযুক্ত যৎপরোনাস্তি মনঃদুঃখ লাভ হয়। ইহার প্রমাণাভাব থাকিলে অধিক লিখিয়া এ বিষয় সাব্যস্ত করণের চেষ্টা করিতাম। সংসারে অত্যাসক্ত না হইয়া, তাহার বিহিত কর্ম্ম সাধ্যানুসারে করিয়া, এবং অসাধ্য কর্ম্মের অপারগতা নিমিত্ত খিদ্যমান না হইয়া, পরমার্থ সাধনের প্রতি পূর্ণ দৃষ্টি রাখা উচিত।

"এক অবস্থায় থাকিয়া অন্যাবস্থা বাঞ্ছা" তোমার অমত। ইহা কেবল বুঝিবার ভ্রম। সংসারে থাকিয়া কি পরমার্থ চিন্তা হয় না? অর্থাৎ অবশ্যই বিশিষ্ঠরূপে হয়। সংসার পরমার্থ সাধনের সূত্রপাতের অপূর্ব্ব স্থান, ইহা মহানু-

ভব মহাশয়েরা কহিয়াছেন। বরং সংসারে থাকিয়া যেমত জ্ঞানী লোক হইয়াছেন, তেমত সংসার ত্যাগ করিয়া হইতে পারেন নাই, এমত প্রমাণ শাস্ত্রে আছে। তুমি বুঝিয়াছ সংসারে থাকিয়া সৎকর্ম্মানুষ্ঠান হয় না। এ বোধ তোমার কি প্রকারে হইয়াছে, তাহা আমি অনুমান কারতে অশক্ত হইলাম। সংসারী অথচ পুণ্যবান, এমত লোক যদ্যপি অল্প, কিন্তু অভাব নাই। আমরা এমত লোক নিজ বাটীতেই দেখিয়াছি, অর্থাৎ জ্যেষ্ঠতাত মহাশয় এবং তাঁহার অনুজ আমাদিগের পিতাঠাকুর মহাশয়। তাঁহারা কি প্রকার মনুষ্য ছিলেন, কি সদ্ব্যবহার করিয়া কালক্ষেপণ করিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিয়া দেখিলেই আমার কথা সপ্রমাণ হইবেক, অর্থাৎ সংসার লোককে মন্দ করে না, লোক আপনি মন্দ হয়, তাহা জানিতে পারিবা। বহু যত্নে তাঁহাদিগের মত হইলেও অনেক দোষ থাকিবেক, অর্থাৎ সর্ব্বদা ভাল কর্ম্ম করিব, কখন মন্দ কর্ম্মের নিকটে যাইব না, এমত প্রতিজ্ঞা করিলেও বহু পাপ-জনক কর্ম্ম শরীর ধারণে হওনের সম্ভাবনা আছে; অবিবেচক লোকের পাপকর্ম্মে মতি দেখিয়া, তাহাকে প্রমাণের স্থল করিয়া, তত্তৎ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে কত পাপ হইতে পারে তাহা বিবেচনা করিধা। বরং লোকের প্রমাণে সৎকর্ম্ম করিব; অসৎ কর্ম্মের প্রমাণ কি? অনেক মহাশয় কহিয়া থাকেন, সদসৎকর্ম্ম স্বেচ্ছাধীন নহে, ঈশ্বর ইচ্ছা। ইহাদিগের প্রতিজ্ঞা কেবল পাপ করিবেক অথচ আপনি দোষী হইবেক না। এই নিমিত্ত সর্ব্বহিতকারী ও পরম কারুণিক যে পরমেশ্বর, তাঁহাকে

অম্লানমুখে দোষী করে। সে দোষ তাঁহাতে কদাচ সম্ভবে না। তিনি মনুষ্যকে সৃজন করিয়া, প্রবৃত্তিজনক কামাদি, সুখদুঃখ বোধক ইন্দ্রিয়গণ, সদসৎ বিচারক্ষম বুদ্ধি, এবং ভালমন্দ কর্ম্মজ্ঞাপক শাস্ত্র করিয়া দিয়াছেন। তথাচ মনুষ্য কুকর্ম্ম করিয়া দোষী না হইয়া যদ্যপি তিনি দোষী হয়েন, তবে কোন ব্যক্তি খড়্গের দ্বারা কাহাকে বধ করিলে, কর্ম্মকার, যে ঐ খড়্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিল, সে বধজন্য পাপ ভাগী না হয় কেন? যেহেতু ঈশ্বর তাবত সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া অবোধ লোকে তাঁহাকে দোষী করে।

"সংসাররূপ আরাধনায়, ক্লেশে ভয় করিলে, সিদ্ধত্ব ভাবাভাব" লিখিয়াছ। অতএব আমার জিজ্ঞাস্য, এক্লেশ কি যত্ন পূর্ব্বক গ্রহণ করিতে হইবেক? এমত আমার বিবেচনাসিদ্ধ কদাচ হয় না। বরং যাহাতে ক্লেশ না হয়, তাহারই চেষ্টা কর্ত্তব্য, যেহেতু তাবৎ লোকে করিতেছে। তথাচ যে ক্লেশ হইবেক, তাহা অম্লানবদনে ইহাই জানিয়া সহিষ্ণুতা করিতে হইবেক যে, বিশ্বপিতা আমাদিগের হিত অথবা উপদেশার্থে ইহা দিয়াছেন। কোন্ স্থলে ক্লেশের ভয় অনুচিত, তাহার কিঞ্চিৎ লিখিতেছি। বহু সন্তান হইলে ক্লেশ পাইব এই ভয়ে বিবাহ না করা, সন্তানবিয়োগে অধিক শোক পাছে হয় এ ভয়ে সাধারণ স্নেহ তাহার প্রতি না করা, পরিবার ভরণপোষণ করণের জন্য বহুক্লেশ ভাবিয়া সংসার ত্যাগ করা, এই প্রকার আরও অনেক ক্লেশের ভয় আছে, তাহা

ভাবিয়া সাংসারিক ধর্ম্ম প্রতিপালনের ব্যাঘাৎ জন্মান কদাচ কর্ত্তব্য নহে।

"পূর্ব্ব শ্রেণী মত, অর্থাৎ পূর্ব্বপুরুষের নীত্যনুসারে, ব্যবহার করণের আবশ্যকতা" লিখিয়াছ, অতি কর্ত্তব্য, অর্থাৎ তাঁহারা যে সকল সৎকর্ম্ম করিয়াছেন তাহা অবশ্যই করিতে হইবেক। কিন্তু আমরা তদনুসারে ব্যবহার করিতেছি কি না, তাহা অবশ্য বিচার কর্ত্তব্য। তাঁহারা সাধ্যানুসারে লৌকিকতা করিতেন, আমরা তাহা ঋণ করিয়া করি। তাঁহারা যেরূপ বস্ত্র পরিধান করিয়া রাজসভায় গমন করিতেন, আমরা তাহা রাত্রিবাস করি না। তাঁহারা খোলায় ভোজ্যদান করিয়া শ্রাদ্ধাদি করিতেন, আমরা চেঙ্গারির ভোজ্য করিয়াও তৃপ্ত নহি। তাঁহারা যাহা ধর্ম্মভয়ে করিতেন, আমরা তাহা লোকাপবাদ ভয়ে করি। তাঁহারা কি ঋণ করিয়া আমাদিগের মত ক্রিয়া করিতে পারিতেন না? অবশ্যই পারিতেন। যে হেতু তাহা করেন নাই, ইহাতে স্পষ্টরূপে বোধ হইতেছে তাঁহারা ঋণ করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। তথাচ যে কিঞ্চিৎ ঋণ বহু পরিবার ভরণপোষণার্থে হইয়াছিল, তাহা উপার্জ্জনের অল্পতা প্রযুক্ত। যে প্রকার এইক্ষণে আমাদিগের আয়, যদি তাঁহাদিগের নীত্যনুসারে আমরা চলিতাম, তবে ধনবান হইতাম কি না তাহা বলিতে পারি না, মনের সুখে অঋণী হইয়া বহু পরিবারকে প্রতিপালন করতঃ কালযাপন করা যাইত অত্র সন্দেহ নাস্তি। এইক্ষণে কহিবা "দেশাচার।" কিন্তু ইহা সাব্যস্ত করিতে অশক্ত হইবা। কারণ, তাহা হইলে গ্রামে

আমাদিগের মত দায়গ্রস্ত হইয়া সাংসারিক ব্যবহারের পারিপাট্য আরও কেহ করিত, এবং আমাদিগের কুটুম্বেরা আমাদিগের তোষণার্থে বহুবিধ দ্রব্যাদি দিয়া লৌকিকতা করিত। গ্রামের মধ্যে সকলের নিকট মান্য এবং কুটুম্বদিগের নিকট অগ্রগণ্য হওনের কামনা সিদ্ধ্যর্থে ঋণ করা আমার অমত, যেহেতু তাহাতে অভীষ্ঠলাভ সুদূর, ঋণীর মধ্যে অগ্রগণ্য হইতে হইবেক, ইহা হইতে অধিক দুর্নাম বিশিষ্ট লোকের আর কি আছে? যদি পূর্ব্বপুরুষের মধ্যে কেহ বহুধন ব্যয় করিয়া কোন কোন কর্ম্ম করিয়া থাকেন, আমরা তাহা করিতে অক্ষম, তথাচ ঋণী হইয়াও তাহা অবশ্য করিতে হবেক, এ কোন্ বিবেচনা? রাজাধিরাজের সন্তানেরা অতি সামান্য লোকের ন্যায় কালহরণ করিতেছেন স্বচক্ষে দেখিতেছি, এবং দেশেও অনেক প্রধান লোকের সন্তান দুঃখীর ন্যায় দিনপাত করিতেছেন। পূর্ব্বপুরুষের নামরক্ষা করিতে বর্ত্তমান পরিবারের এবং আপনার ক্লেশদায়ক কর্ম্ম করা কি প্রকারে বুদ্ধিমান লোকের উচিত হইতে পারে, বিবেচনা করিবা।

লিখিয়াছ "সংসাররূপ কারাগারে বদ্ধ থাকিয়া রাজকারাগারে বদ্ধ, ঋণ পরিশোধের অপারকতা প্রযুক্ত, হওনের ভয় কি?" ইহ পরকালে ক্লেশভোগ করণে যে ব্যক্তির ভয় নাই, তাহাকে বাক্যের দ্বারা অসৎ কর্ম্ম হইতে বিরত করা অসাধ্য। তথাচ মায়াবশাৎ তোমার হিতার্থে আমাকে চেষ্টা করিতেই হয়। তোমার মতাবলম্বী হইলে, যে এক চক্ষু এক হস্ত অথবা আর কোন অঙ্গহীন হইয়া জন্মিয়াছে, তাহার উচিত অবশিষ্ট

অঙ্গ সকলকে ছেদন করে, অথবা যে দৈবাধীন কোন মনঃদুঃখ পাইয়াছে, সে স্বেচ্ছা পূর্ব্বক জীবনাবধি দুঃখার্ণবে মগ্ন থাকুক।

* * * *

কুটীর মধ্যে থাকিয়াও সুখানুভব হয় যদি মন স্বচ্ছন্দ থাকে, তাহার অস্বচ্ছন্দতা হইলে অট্টালিকায় বাস করিয়াও সুখবোধ হয় না। অতএব ঋণ করিয়া, মনের অস্বচ্ছন্দতা জন্মাইয়া, উত্তমা অট্টালিকা নির্ম্মাণের আবশ্যকতা বিবেচনাসিদ্ধ কিরূপে হইতে পারে? সামান্যাবাটী কিঞ্চিৎ ঋণ করিয়া করণের আবশ্যকতা থাকিলেও ততোধিক আবশ্যক কর্ম্ম অগ্রে করা উচিত, অর্থাৎ ভদ্রাসন নির্ম্মাণ হইতে পরমাত্মীয়ের কারাগারে যাওনের সম্ভাবনা দূর করা উচিত। ইহাতে এমত কদাচ মনে করিবা না যে আমি আমার দেনার বিষয় ব্যঙ্গক্রমে তোমাকে লিখিলাম, তাহা হইলে স্পষ্টরূপে লিখিতাম। কেবল কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনার বিষয় তোমাকে বেদ্য করণার্থে একথা লিখিলাম।

"অঙ্গহীন শরীরের সহিত আশাহীন সংসারীর" তুলনা দিয়াছ। আশাহীন হইতে আমি তোমাকে লিখি নাই, আশা লঘু করিতে লিখিয়াছিলাম, তাহা না হইলে সুখ নাই। অল্পাশায় অধিক লাভ হইলেই বা কি সুখ, এবং অধিক আশায় অল্পলাভ হইলেই বা কি দুঃখ, তাহা বিবেচনা করিবা। সম্ভব-বিষয়ের প্রতি আশার গুণের সীমা কি? আশা হইতে শ্রমের দুঃখ আনন্দজনক এবং রোগীর ক্লেশ লঘু হয়। মিলনের প্রতি

আশা না থাকিলে প্রিয়তমের বিচ্ছেদে জীবনধারণ ভার হইত। ফলের প্রতি আশা না থাকিলে কর্ম্মীরা কি প্রকারে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইত ? লাভের প্রতি আশা না থাকিলে বাণিজ্য এবং কৃষিকর্ম্ম কিরূপে হইত ? অপরিমিতাশা হইলে দুঃখ এবং অলাভ পদে পদে হয়, তাহার প্রমাণাভাব নাই। নানা-প্রকারে প্রভুর এবং অধীন লোকের ধনাপহরণ করিয়া আরও অধিক ধনবান হওনের আশায়, সর্ব্বস্ব সাহেবকে দিয়া তাহার স্থানে প্রভুত্ব লইয়া স্বদেশীয় লোকের ধনাপহরণ করণেচ্ছু বহু-জনের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। ইহারা আশাকে লঘু করিলে কি সুখে থাকিত, বিবেচনা করিলে আশার লাঘব করণের আব-শ্যকতা তোমার নিকট সাব্যস্ত হইতে পারিবে।

"আত্মসুখাভিলাষী হইয়া পরিবারের দুঃখের প্রতি দৃষ্টি না করা" অত্যনুচিত, তাহার সন্দেহ কি ? কিন্তু ঋণী হইয়া ধনবানের ন্যায় সাংসারিক ব্যবহার করিলে, স্বপরিবারের কি সুখ হয়, তাহা বিবেচনা করিতে পারিলাম না ; বরং ইহাতে তাহা-দিগের দুঃখাধিক্য হওয়ার সম্ভাবনা। নির্ধনের ন্যায় সাংসারিক ব্যবহার করিয়া অঋণী থাকিতে আমি সর্ব্বদা কহি। তাহার কারণ, আপনি সুখে থাকিব এবং স্বপরিবারকে সুখে রাখিব। প্রবাসের পরাধীনতার এবং কায়িক শ্রমের যে ক্লেশ, তাহা হইতে মুক্ত থাকনের প্রয়াসে, সদ্বৃত্তি করিয়া ধনোপার্জ্জনের দ্বারা যে পরিবারের ভরণপোষণ না করে, সে ইহকালে নিন্দ-নীয়, পরকালে দণ্ডার্হ, অবশ্য হইবেক। এই প্রকার যদি হয়, সে দুঃখ দৈবাধীন। পরিবারের সুখার্থে আত্যন্তিক যত্নবান্

এবং ধনবানের ন্যায় লৌকিকতা করিয়া কুটুম্ব তোষণার্থ ঋণ তুল্য না হইবেক কেন ? কর্ম্মকুশল ব্যক্তি আহার আচ্ছাদনার্থ ঋণ করিয়া কারাগারে গিয়াছে, অথবা দায়গ্রস্ত হইয়াছে, এমত এক জন লোকের নাম তুমি লিখিলে, আমি, নির্ধন, ঋণ করিয়া ধনবানের ন্যায় ব্যবহার করিতে ইচ্ছুক অনেক লোকের দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, তাহার বৃত্তান্ত লিখিব।

"পরিমিত ব্যয়ে ঋণ নিন্দনীয় নহে" লিখিয়াছ। যেন স্বীকার করিলাম, কিন্তু পরিমিত ব্যয় কি ঋণ করিয়া লোকানুরাগ গ্রহণ এবং লোকাপবাদ নিবারণ ? ইহা হইলে তোমার কথা যথার্থ হইত। আয়ানুসারে ব্যয় করিলে পরিমিত হয়। ঋণী হইলেই অপরিমিতব্যয়ী। তাহার পক্ষে ঋণ নিন্দনীয় না হইবে কেন ? কর্ম্মচ্যুত হইলে আহার আচ্ছাদনার্থে ঋণ অবশ্য আমাদিগের মত লোকের হইয়া থাকে। তৎপরিশোধ কর্ম্ম হইলে হয়। কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া ঋণী হইলে সে ঋণ পরিশোধ কোন্ উপায়ের দ্বারা হইবেক, ইহা বিবেচনা করিবা।

* * * *

"ভদ্রাসন নির্ম্মাণ করিবার নিমিত্ত কিঞ্চিৎ ঋণ অকর্ত্তব্য নহে" লিখিয়াছ। ইহা যথার্থ, যদি সে ঋণ এমত হয় যে, অনায়াসে পরিশোধ হইতে পারে। কিন্তু ঋণ করিয়া ভদ্রাসনের পারিপাট্য কদাচ কর্ত্তব্য নহে, যেহেতু ঐ ঋণ পরিশোধের নিমিত্ত রাজাজ্ঞানুসারে ঐ ভদ্রাসন বিক্রয় হইলে কি মনস্তাপের বিষয় ! এমত ঋণ করিয়া পারিপাট্য করা হইতে অপরিপাটী থাকিলে ক্ষতি কি ? আরও বিবেচনা কর, ভাল বাটী

হইলে বাসের সুখ, তাহা ঋণ করিয়া করিলে কদাচ হইতে পারে না, যে হেতু উত্তমর্ণের উত্তেজনায় বাটীতে থাকা ভার হয়। যেন লজ্জাহীন হইয়া থাকা গেল,—যাহার সুখে সুখী হইব তাহার, অর্থাৎ মনের, সুখ কোথা ? লোকের যত্ন সফল হওয়া সুদূর ; বরং আপনি মহাপমানগ্রস্ত এবং দুঃখার্ণবে মগ্ন হইয়া তাহার বিশিষ্টাংশ পরিবারকে ভোগ করাইতেছে, ইহার বহু প্রমাণ আছে। তাহা এইক্ষণে না লিখিয়া এক জনের বৃত্তান্ত লিখিতেছি। তাহা পাঠ করিয়া বিবেচনা করিবা, সম্ভবপর পরিবারের সুখার্থে চেষ্টা না করিলে সে চেষ্টায় কি বিপরীত ফল হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এক ব্যক্তি এই স্থানে যুবাবস্থায় রাজসেবা করিয়া কিঞ্চিৎ ধন-সঞ্চয় করতঃ তাহাতে বাণিজ্য করিয়া দিনপাত করিত। পরে বৃদ্ধাবস্থায় কোন উচ্চ পদাভিষিক্ত লোকের নিকট প্রতিপন্ন হইয়া পুনরায় তাঁহার অনুগ্রহাৎ রাজকর্ম্মে নিযুক্ত হইল। তাহার বেতনের এবং বাণিজ্যের লাভের দ্বারা পূর্ব্ব হইতে অধিক প্রতুল পূর্ব্বক কালযাপন হয়। কিন্তু পুত্র সন্তান না হওয়াতে যৎপরোনাস্তি মনঃদুঃখ ছিল। তাহাও পরমেশ্বরের কৃপায় দূর, অর্থাৎ একটী পুত্র হইল। তৎপরে ঐ ব্যক্তি এই ভাবনায় নিমগ্ন যে, আমার মৃত্যু হইলে বালকটীর কি হইবেক, কিঞ্চিৎ চিরবৃত্তি অর্থাৎ কোন গ্রাম, যাহাতে হয় তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। এই সংসাররোগ-বিকার প্রাপ্ত হইল। যৎ-কালীন কোম্পানীর এদেশ অধিকার হইয়াছিল, তৎকালীন অনেক গ্রামাধিকারী উপস্থিত না থাকনে, তাহাদিগের গ্রাম

অন্যান্য লোককে রাজাজ্ঞানুসারে এই নিয়মে অর্পণ হইয়াছিল যে, তাহারা জীবনাবধি ভোগ করিবেক, তাহাদিগের মৃত্যুর পর গ্রামাধিকারীরা আপন আপন গ্রাম পাইবেক। এই প্রকার রাজার স্বাক্ষরিত পত্র, অর্থাৎ পরওয়ানা তাহাদিগের নিকট আছে, সময়ক্রমে কালেক্টরের নিকট ঐ স্বাক্ষরিত পত্র দেখাইয়া আপন আপন গ্রাম অনেকে পাইয়াছে, এবং কেহ কেহ কল্পিত অর্থাৎ জাল পত্র দেখাইয়াও অভীষ্ট লাভ করিয়াছে, এমত প্রচার হওনে ঐ পূর্ব্বোক্ত সন্তানের চির-বৃত্ত্যাকাঙ্ক্ষা ব্যক্তি, এক কল্পিত স্বাক্ষরিত পত্র কোন কৌশলে লাভ করিয়া, কালেক্‌টর সাহেবকে দিল। তৎপরে ইহা প্রকাশ এবং বিচারাগারে সাব্যস্ত হইয়া, গর্দ্দভারোহণ করিয়া নগর প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক সপ্তবৎসরাবধি কারাগারে বদ্ধ থাকিবেক, এই আজ্ঞা হইল। তদনুসারে অদ্যাবধি তথায় আছে। এ ব্যক্তি এবং তাহার পরিবারের মনঃদুঃখ বর্ণন করিতে অশক্ত, যে হেতু মনে করিলে অন্তঃকরণ বিদীর্ণ হয়। এই-ক্ষণে কর্ত্তা কারাগারে, তাহার পরিবারেরা লোকসমাজে মুখ দেখাইতে সলজ্জ; এবং সে মুক্ত হইয়া জীবনাবধি, এবং তাহার পরিবার তাহার মৃত্যুর পর বহুকাল পর্য্যন্ত, কিরূপ ম্লান হইয়া কালযাপন করিবেক, তাহা বিবেচনা করিবা। দৈবাধীন এক জনের এমত হইয়াছে বলিয়া অবিবেচক লোক সকল অসৎ কর্ম্ম হইতে ক্ষান্ত হয় না। সদ্বিবেচক লোক দৈবাৎ অসৎ কর্ম্মের সমুচিত হয় না ভাবিয়া, সর্ব্বথা সৎকর্ম্মে কায়ক্লেশে কালযাপন হইলেও, অসৎকর্ম্ম হইতে যে সুখ

তাহা ভোগেচ্ছু কদাচ হয় না। অতএব সংসাররূপ কারাগারে থাকিয়াও রাজকারাগারে যাওনের সম্ভাবনা যে কর্ম্মে আছে, তাহাতে রত হওয়া অতি অকর্ত্তব্য, কোন্ বুদ্ধিমান না কহিবেন ?

লিখিয়াছ "ঋণ পরিশোধের পক্ষে উত্তেজনা গুরূপদেশ তুল্য এবং তদভাবে পরিশোধের সম্ভাবনা নাই।" ইহাতে বোধ হইল, ঋণ পরিশোধ উত্তম, ইহা তুমিও অজ্ঞাত নহ; অতএব বিবেচনা করিবা উত্তেজনা না করিলে সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত যে না হয়, সে সল্লোকের মধ্যে গণ্য কদাচ নহে। অসম্ভ্রমের ভয়ে উত্তেজনাকে গুরূপদেশ বোধ করিয়া ঋণ পরিশোধ করে, এ ভয় না থাকিলে তাহার চেষ্টা করে না, ইহা হইতে অভদ্রত্ব আর কি আছে ? বিশিষ্টলোক কর্ম্মক্রমে ঋণগ্রস্ত হইলে, তাহার উচিত যে পরকালের ভয় করিয়া তাহা পরিশোধ করে। যদি বল দুই প্রকার ঋণ পরিশোধের কারণ যদ্যপি হইল, তবে বিশেষ কি ? অতএব শ্রবণ কর। কোন ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে বিশ্বাসের পাত্র জানিয়া সর্ব্বস্ব অতি গোপনে তাহার নিকট রাখিলে, পরে অসম্ভ্রমের ভয়যুক্ত ব্যক্তি যদ্যপি এমত বুঝে যে ঐ স্থাপ্যধন দিলে তাহার সম্ভ্রম রক্ষা করিতে পারিবেক না, তবে ঐ ধন সে অম্লানবদনে হরণ করে; যাহার পরকালের ভয় আছে সে এমত কর্ম্ম কদাচ করে না। অসম্ভ্রম হওনের ভয়ে অনেক মন্দকর্ম্ম হয়, পরকালের ভয়ে ভাল কর্ম্ম ব্যতিরেকে মন্দকর্ম্ম কদাচ হয় না। ইহা আমি কেবল মনের উদয় প্রকাশার্থে লিখিলাম এমত

নহে। এই প্রকার লোকের ক্রিয়া কুত্রাপি অপ্রকাশ নাই, যে হেতু এই প্রকার লোক সর্ব্বত্রই আছে।

লিখিয়াছ "সংসারে থাকিয়া পরিণামদর্শী হওয়া অসম্ভব।" অতি অবিবেচনার কথা। সিদ্ধাবস্থায় তাবৎ কর্ম্ম পরিণামে কল্যাণদায়ক হয়। অসিদ্ধাবস্থায় পরিণামদর্শীতার যৎপরোনাস্তি আবশ্যকতা, যে হেতু এ প্রকার লোকের সদসৎ কর্ম্ম বিচার করণের প্রয়োজন, তাহা ঐ মহদ্‌গুণ বিশিষ্ট অর্থাৎ পরিণামদর্শী না হইলে কদাচ করিতে পারে না। মনুষ্য সর্ব্বগুণালঙ্কৃত হইলেও এবং সৎকর্ম্মোপযোগী তাবৎ দ্রব্যের প্রাচুর্য্য থাকিলেও, তাহা হইতে প্রশংসনীয় কর্ম্ম হওনের সম্ভাবনা নাই, যদি ঐ সদ্‌গুণ তাহাতে অভাব হয়। ইহার গুণের এবং দ্রব্যের প্রাচুর্য্য, অন্ধ-বলবানের বলের ন্যায়, কদাচ সৎ ফলদায়ক হয় না। পরিণামদর্শী হওনের তাৎপর্য্য এই যে, তাবৎ কর্ম্মের শেষ কি হইবেক বিবেচনা করিয়া ভাল কর্ম্মে প্রবৃত্ত এবং মন্দ কর্ম্মে নিবৃত্ত হওয়া। ইহা বুদ্ধিমান সংসারী হইতে না হইবে কেন?

শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণীর কাশী আগমন হওনের বিষয় তুমি যে প্রকার লিখিয়াছ, এবং যে জন্য পাঠাইতে পার নাই, তাহা অতি যথার্থ। তথাচ আমার মনস্তাপ হইয়াছে। তাহার কারণ, বহু কালের আশাভঙ্গ, অর্থাৎ তিনি পূজার পর এস্থানে আগমন করিবেন, তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন করিয়া চরিতার্থ এবং তাঁহার সমভিব্যাহারে প্রাণাধিকেরা আসিবেন তাহাদিগকে দেখিয়া আনন্দিত হইব, তাহার বিলম্ব হওনে মনস্তাপের বিষয়, এই

মাত্র আমার লিখনের তাৎপর্য্য। তিনি যে স্থানে থাকেন, ভাল থাকিলেই আনন্দ। যদি পরমেশ্বরকে মনে ভাবিয়া সুখ হয়, তবে তাঁহার শ্রীচরণ ধ্যান করিয়া আনন্দিত কেন না থাকিব? গঙ্গা মহাতীর্থ। তত্তীরস্থ লোকের অন্য তীর্থে বাস শাস্ত্র সম্মত নহে। কিন্তু এনিষেধ কাশীবাসের প্রতি পণ্ডিতেরা স্বীকার করেন না, যেহেতু এস্থানেও গঙ্গা বিরাজমানা, তন্নিমিত্ত তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া অন্য তীর্থে বাস সিদ্ধ হয় না। শঙ্করাচার্য মহাশয়ের অবস্থার সহিত আমাদিগের তুলনা কোন প্রকারে হইতে পারে না। তিনি মহাজ্ঞানী, তাঁহার কাশীতে মৃত্যু হইলে বিশেষ গতি হইত এমত নহে। আমাদিগের এস্থানে মরিলে বিশেষ গতি অর্থাৎ মুক্তি হয়, অতএব চেষ্টা কর্ত্তব্য। তাহা গঙ্গালাভ হইলেও হয় এমত প্রমাণ শাস্ত্রে আছে।

বাটীর স্ত্রীলোকদিগের ব্যবহারে অসুখী আছ লিখিয়াছ। এবিষয়ে প্রায় তাবৎ লোক অসুখী, তন্নিমিত্ত মনে দুঃখ করিবা না। তাহাদিগের পরস্পর অপ্রণয়, তৎ পাপের দণ্ডভোগ তাহাদিগের দণ্ডে দণ্ডে হইতেছে, হউক, আমরা তদংশ গ্রহণ করিব কেন? আমাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম ভরণপোষণ, তাহা আমরা করিব। যাবন্না পুরুষেরা সাটী পরিধান করিবেন, তাবৎ তাহাদিগের অপ্রণয় সংসারের মহৎ অকল্যাণদায়ক হইতে পারিবেক না। তবে যে দুঃখভোগ সকলেই আমাদিগের মত বহুজনবিশিষ্ট সংসারে করিতেছে, তাহাতে আমরা তাহাদিগের হইতে অধিক

অসুখী হইব কেন ? জন্মিয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত ভ্রমণ। অতএব যাবৎ পথিমধ্যে থাকা যাইবেক, সুখ দুঃখ অবশ্য হইবেক। কিন্তু এমত ব্যবহার অবশ্য কর্ত্তব্য, যাহাতে উত্তরণের স্থানে পৌছিয়া তথায় বাস যোগ্য হইতে পারা যায়, অর্থাৎ পরকালে নরক ভোগ না হয়, তাহা হইলেই পণ্ডশ্রম হইল। বড় মনঃ পীড়ার বিষয়। তুমি বুদ্ধিমান এবিষয়ে তোমাকে অধিক লিখনের আবশ্যকতাভাব। ** আমরা সকলে শারীরিক ভাল আছি ইহা বিজ্ঞাপন ইতি।

পরম কল্যাণীয়

শ্রীযুক্ত নন্দলাল মিত্র ভায়া চিরজীবেষু—

তোমার পত্র পাঠ করিয়া অত্যন্ত তুষ্ট হইলাম। তাহার মধ্যে তাবৎ বিবেচনার কথা উত্তমরূপে লিখিয়াছ। আমাদিগের অবিবেচনায় তোমাদিগের বিশিষ্টরূপে বিদ্যালাভ হইল না, ইহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে লিখিয়াছিলাম তোমাদিগের লজ্জা রাখিবার স্থান জগতে হইবেক না, তাহা না হইয়া আমার খেদ রাখিবার স্থানাভাব হইল। যদি কবিরাজ মহাশয়ের কোন স্থানে গমন হয়, তবে কোন সঙ্গতি করিয়া আমার নিকট তোমাকে আনাইব। ভাবিত না হইয়া সাধ্যানুসারে মনুষ্যের কর্ত্তব্য কর্ম্ম যে চেষ্টা,—তাহাতে নিযুক্ত থাকিবা।

পরম কল্যাণবর

শ্রীযুক্ত লালমোহন মিত্র বাবাজি চিরজীবেষু—

তোমার পত্র পাইয়া সমাচার জ্ঞাত হইলাম। যদর্থে অর্থাৎ কর্ম্ম শিক্ষা করিতে বিদেশে আসিয়াছ, তাহার সুযোগ না হওনে মন দুঃখের বিষয় তাহার সন্দেহ কি? পঠিত পাঠ আবৃত্তি করিতেছ এবং পত্র লিখনের ধারা শিখিতেছ, এও সময় নষ্ট নহে। যাবত আদালতে লিখনের সুযোগ না হয়, তাবৎ কলেক্টরীতে লিখিলে ক্ষতি কি? যদি তথায় কোন বিদ্বান লোক থাকেন, তবে বরং কিছু আরবি পঠিবা, অর্থাৎ বহুমূল্য কাল বৃথা না গত হয়।

পরম কল্যাণীয়

শ্রীযুক্ত মথুরামোহন বাবাজি চিরজীবেষু—

তোমার পত্র পাইয়া সমাচার জ্ঞাত হইয়াছি। তোমার পত্রে অনেক অশুদ্ধ আছে, তোমার ছোট খুড়ার পত্রে তদাভাব, ইহার কারণ কি লিখিবা। আমার বোধ হয়, বাবাজি এবিষয়ে তোমার বিশেষ মনোযোগ নাই। ভাবি পত্রে এমত অশুদ্ধি থাকিলে তুষ্টির বিষয় হইবেক না। অতএব বিহিত চেষ্টা করিবা, তবে এমত কদাচ হইবেক না। আমি স্বীকার করিলে তোমার মানস লিখিবা, মেঘ হওনের পূর্ব্বে বৃষ্টি অসম্ভব, অতএব বাসনা কি লিখিবা। আমার দেওনের সাধ্য থাকিলে তোমাকে অদেয় কি আছে?

তোমরা তিন জনে মূল পত্র পঠিয়া আপন আপন বুদ্ধ্যনু-

সারে আপন আপন অভিপ্রায় নির্ভয় হইয়া লিখিবা, অর্থাৎ তোমাদিগের বিবেচনায় কি কর্ত্তব্য কি অকর্ত্তব্য তাহা আমাকে জানাইবা।

পুঃ—পত্র অতি বিস্তার হইল পশ্চাৎ লোকানুরাগ গ্রহণ এবং লোকাপবাদ নিবারণ ধনের দ্বারা করা কি পর্য্যন্ত দুঃখ দায়ক, তাহার বিবরণ লিখিব।

৮

সেবকস্য প্রণামা নিবেদনঞ্চাগে মহাশয়ের শ্রীচরণাশীর্ব্বাদাৎ সেবকের মঙ্গল পরন্তু।—

সম্প্রতি একজন দেশস্থ লোকদ্বারা জানিলাম যে মহাশয় পুনর্ব্বার সংসার করিবেন এমত অভিলাষ করিয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত রামগোপাল চক্রবর্ত্তী পাত্রী অন্বেষণ করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছেন। এ বিবরণ শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত মনস্তাপ পাইয়া যে প্রকার অন্তঃকরণে উদয় হইল, তাহা নিষ্কপটে নিবেদন করিতেছি। ইহাতে যদি আমার কিছু অপরাধ হয়, তাহা ক্ষমা করিতে আজ্ঞা হইবেক।

যদি একথা সত্য হয়, তবে নিঃসন্দেহ মহাশয়ের সুবোধ-চন্দ্র কোন উপসর্গ-মেঘ দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়াছে, নতুবা মহাশয়ের এমত অসতী মতি হইল কেন? এ মেঘ দূর করিতে কেবল বস্তু-বিচার-রূপ প্রচণ্ড বায়ু সমর্থ হয়। অতএব তাহাকে

আহ্বান করিয়া বোধচন্দ্রকে নির্ম্মল করিবেন, তবে অনায়াসে দেখিতে পাইবেন যে, মহাশয়ের অপূর্ব্ব মনোহর ঈশ্বরদত্ত সংসার উদ্যানে কি অশোভাকারিণী কণ্টকীলতা রোপণ, দুর্লভামৃতের ভাণ্ডে বিনা কারণে বিষ স্থাপন, এবং সুনির্ম্মিত ও সুশোভিত গৃহে অগ্নিপ্রদান করতঃ আপনার সুখ-বৃক্ষ স্বহস্তে সমূলোৎপাটন করিতে উদ্যত হইয়াছেন। এ কণ্টকী লতার কণ্টকত্ব, এ বিষের বিষত্ব, এবং এ অগ্নির অগ্নিত্ব বিকৃত মনের অনুমেয় এবং পীড়িত চক্ষুর ইক্ষনীয় নহে। অতএব এতাবতের বিপরীত লক্ষণ দর্শন, অর্থাৎ ভাল বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকিবেন। এ কণ্টক গাত্রে বিদ্ধ হয় না, কিন্তু শত শত বৃশ্চিকের দংশনের জ্বালা ভোগ হয়। এ বিষ প্রাণনাশ শীঘ্র করে না, কিন্তু প্রাণবিয়োগ শ্রেয়ঃ এমত বোধ সর্ব্বদা করায়, ফলতঃ তাহাই তাহা হইতে ত্রাণের ঔষধ। এ অগ্নি গাত্রে উষ্ণ বোধ হয় না, কিন্তু শরীরকে ক্রমে ক্রমে ভস্মসাৎ করে। এ সকলের প্রমাণাভাব এ জগন্মধ্যে নাই। পুত্র, পৌত্র, পৌত্রী, কন্যা, বধূ, জামাতা ইত্যাদি সত্ত্বে বৃদ্ধাবস্থায় যে যে লোক এমত অসৎ কর্ম্ম, অর্থাৎ বৃদ্ধাবস্থায় বিবাহ করিয়াছে, তাহাদিগের প্রতি অবলোকন করিয়া দেখিলে বিশেষরূপে জানিতে পারিবেন ; কিন্তু সুহৃদগণের সৎ পরামর্শ রূপ দিব্য চক্ষু গ্রহণ করিলে অধিক স্পষ্টরূপে দর্শন হইবেক। মহাশয়ের এইক্ষণে এ মনস্থ হওনের কি এই কারণ যে বৃদ্ধাবস্থায় স্ত্রী ব্যতিরেকে কে উত্তমরূপে আমার সেবা করিবে ? এ অতি অবিবেচনা। মহাশয়ের সেবার্থ পুত্র, কন্যা, পুত্রবধূ রূপ,

দাসদাসী ঈশ্বর দিয়াছেন। ইহাদিগহইতে যদি মহাশয়ের সেবা না হয়, তবে স্ত্রী হইতে হইবে ইহার প্রমাণ কি? তাহারও চিররোগিনী হওনের এবং মরণের সম্ভাবনা আছে, তবে সেবা কে করিবে? ভাবি দুঃখ নিবারণার্থ উপস্থিত সুখ ভোগের ব্যাঘাৎ কেন জন্মাইবেন? বিবাহ করিবা মাত্র পুত্র, পুত্রবধূ এবং কন্যাদিগের অন্তঃকরণে, এইক্ষণে মহাশয়ের প্রতি যে ভক্তিভাব আছে, তাহার ব্যতিক্রম জন্মিবেক, আন্তরিকা ভক্তির স্থানে ধর্ম্মভয়হেতুকী ভক্তি উদয় হইবেক। এ দুই প্রকার ভক্তিতে কত বিশেষ, তাহা মহাশয় অবশ্যই জ্ঞাত আছেন। পিতার স্নেহের সহিত সন্তানের পিতৃভক্তি অধিক হয়। মহাশয় বিবাহ না করিলে, মহাশয়ের সন্তানেরা ঐকান্তিকরূপে জানিবেক যে, কেবল তাহাদিগের প্রতি আন্তরিক মমত্ব প্রযুক্ত মহাশয় বিনাশ্রমে থাকিলেন। ইহাতে তাহারা চিরকাল অত্যন্ত বাধিত থাকিবেক। বিবাহ করিলে এ অপূর্ব্ব ভাবাভাব অবশ্যই হইবেক। সেবার লোকাভাব ভয় কি অকারণ! পুত্র কন্যা ইত্যাদি হীন শত শত লোকের অত্যুত্তম রূপে সেবা, এবং পুত্র কন্যাবান লোকের নানা দুর্দ্দশা হইতেছে, ইহা স্বচক্ষে দেখিয়া এতদর্থে ভাবনা কিরূপ সম্ভব হয়? আপন সদসৎ কর্ম্মভোগ অবশ্যই করিতে হইবেক। সে কর্ম্ম হইতে দূর হওনের চেষ্টা, বালকদিগের ছায়া হইতে পলাইবার যত্নের ন্যায়, কদাচ সফল হয় না। অতএব বালকের ন্যায় ব্যবহার মহাশয় করিবেন এ অতি অসম্ভব। তবে কি কোন কামকিঙ্কর মন্ত্রণা দিয়া মহাশয়ের কোমলান্তঃকরণকে

এ অসৎ কর্ম্মে রত করিয়াছে ? অর্থাৎ সেই কামকিঙ্কর আপন সদোষচক্ষুতে আপনার তুল্য বিকারী রোগী মহাশয়কে জানিয়া, তরুণী বিষ তাহার উপযুক্ত ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া মহাশয়কে তাহা সেবন করিতে পরামর্শ দিয়াছে ? যেমন দৈবজ্ঞের বাক্যে বিশ্বাস করিয়া, লোকসকল ভাবি বিপদ শান্তির কারণ, উপস্থিত সুখ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নানা ক্লেশ স্বীকার করে, তেমন মহাশয় কাম কিঙ্করের কুমন্ত্রণা সেইরূপ ভ্রান্তির দ্বারা গ্রহণ করিয়া সুখার্ণব হইতে দুঃখ-সাগরে নিমগ্ন হইবার নিমিত্ত কি ব্যগ্র হইয়াছেন ? বিকারী রোগী বিষ সেবন করিলে যদ্যপি বিকারের শান্তি হয় তথাচ অন্যান্য তৎ-সম্পর্কীয় ব্যামোহ হইয়া যাবজ্জীবন পীড়িত থাকিতে হয়। বিকারাভাবে বিকারের সন্দেহ প্রযুক্ত বিষ সেবনে অনুপকার ব্যতিরেকে উপকারের বিষয় কি ? মহাশয়ের শরীরে ধর্ম্মানুগতা মতি বিরাজমানা আছেন। তিনি মহাশয়ের বৃদ্ধাবস্থার সহিত ঐক্য হইয়া কি এইক্ষণ পর্য্যন্ত কামের বিকার জন্মাইবার শক্তি-কে হরণ করিতে সমর্থা হন নাই ? অবশ্যই হইয়াছেন। তবে যে কিঞ্চিৎ অবশেষ আছে, সে শরীরের ধর্ম্ম। যেমন অগ্নির পাত্র অগ্নিহীন হইলেও কিঞ্চিৎকাল উষ্ণ থাকে, কিন্তু তাহাতে দাহিকা শক্ত্যভাব, তদ্রূপ বৃদ্ধাবস্থার কামোদ্রেক। তন্নিমিত্ত উপায় চিন্তার প্রয়োজনাভাব, যেহেতু মৃত্যু ভাবনা-রূপ ঈশ্বরদত্ত মহৌষধ তাহাকে নাশ করিতে পারগ হয়। রিপু কর্ত্তৃক এমত কোন্ রোগ শরীরের মধ্যে উৎপত্তি হইতে পারে যে, বুদ্ধিমান লোকের মৃত্যু ভাবনারূপ ঔষধের দ্বার

দমন না হয় ? যে মৃত্যু মনুষ্যের পূর্ণায়ু আমরা পাইলেও দূর নহে, এবং যাহার অধিক নিকটস্থ আমরা প্রতিক্ষণে হইতেছি, তদ্ভাবনার দ্বারা, রিপু দমন এবং উপস্থিত অসতী মতির নিরাকরণ করিতে অবধান হইবেক।

যদি পূর্ব্বোক্ত কারণ, অর্থাৎ সেবার লোকাভাব ভয় এবং কাম কিঙ্করের কুমন্ত্রণা, মহাশয়ের উপস্থিত মনস্থের কারণ না হইয়া শাস্ত্রাজ্ঞা প্রতিপালন, অর্থাৎ বিনা আশ্রমে সংসারী থাকিবেক না, ইহাই কারণ হয়, তবে ধার্ম্মিক পণ্ডিতগণকে লইয়া বস্তু বিচার অতি কর্ত্তব্য হয়। অবলা স্ত্রী এবং পিতৃভক্ত সন্তানদিগকে বিনাপরাধে চিরকাল যাতনা দান করা হইতে বিনা আশ্রমে থাকা লঘু পাপ, ইহা কোন্ সুপণ্ডিত না কহিবেন ? অবলা কিম্ভূতা ? যে আপনার হিতাহিত কর্ম্মের বিশেষ মাত্র জানে না, নিষ্ঠুর পিতা মাতা কর্ত্তৃক বৃদ্ধ স্বামী হস্তে পতিতা হইয়া চিরদুঃখিনী হইয়া থাকিবেক, সে দুঃখ বিপুল ঐশ্বর্য্য হইলেও দূর হওনের নহে, কেবল মৃত্যু তাহা হইতে ত্রাণ করিতে যোগ্য হয়। সন্তান সকল কেমন ? যাহাদিগকে দেখিয়া তাহাদিগের পিতা মাতাকে লোকে পুণ্যবান্ কহে, এবং যে সন্তানেরা আপন আপন মনদুঃখজন্য তত পীড়াবোধ করিবেক না, যত তরুণী-বিষের জ্বালায় যাতনাগ্রস্ত পিতাকে দেখিয়া ব্যথিত হইবেক। এই অবলা স্ত্রীর এবং পিতৃভক্ত সন্তান দিগের আরও দুঃখ বর্ণন করিবার বাসনা ছিল ; কিন্তু তাহাতে অশক্ত হইলাম, কারণ নেত্রাম্বু প্রতিবন্ধক হইল্।

মহাশয়কে যদি কেহ এমত কহিয়া এবিষয়ে রত করিতেন

যে "তুমি বিবাহ কর, তাহার ভরণ পোষণের ভার আমি গ্রহণ করিব, তোমার সে ভাবনা কেন?" তথাচ এ কর্ম্ম কর্ত্তব্য নহে। কারণ সে ব্যক্তির অগ্রে মৃত্যু হইলে, সে ভার গ্রহণের অঙ্গীকার কে প্রতিপালন করিবেক? এ ভয় অকারণ, যেহেতু সর্ব্বপ্রতিপালক একজন আছেন, তাঁহাকে ভাবিলে এ ভয় হইতে ত্রাণ হইতে পারে। যে অবলাকে বিবাহ করিবেন, তাহার বৃদ্ধ স্বামী স্বরূপ নিরন্তর বিষের জ্বালা, এবং পুত্রকন্যাদিগের বিমাতা দর্শন হেতুক মাতৃ শোকানলের অসহ্য প্রবলতা প্রযুক্ত যেমন দুঃখ, তাহা নিবারণ কে করিবেক? এসকল দুঃখ ধনের দ্বারা নিবার্য্য নহে, বরং ধন হইতে সাংসারিক সুখ বৃদ্ধি প্রযুক্ত দুঃখানুভব অধিক সূক্ষ্মরূপে হওনের সম্ভাবনা। মহাশয়ের পুত্রবধূ এবং কন্যারা একদল, এবং নূতন বিবাহিতা স্ত্রী আর একদল হইয়া, কেবল আন্তরিক ঈর্ষার আজ্ঞানুসারে উভয়দল কর্ম্ম, অর্থাৎ সর্ব্বদা বিবাদ করিবেক। ইহার কোন উপায় না করিতে পারিয়া কেবল ক্ষণে ক্ষণে আপনার মৃত্যু প্রার্থনা করতঃ মহা পাপ সঞ্চয় করিবেন। এ দায় হইতে মুক্ত হওনের উপায় মৃত্যু ভিন্ন আর দেখিনা।

ইহাও বিবেচনা করণ যোগ্য হয় যে, মহাশয়ের বয়ঃক্রম প্রায় ৬০ বৎসর হইল। অতি বয়স্থা কন্যা মিলিলেও ১২ বৎসরের অধিক তাহার বয়স হইবেক না। যদি হয় তবে তাহাকে বিবাহ করা উচিত নহে। মহাশয়ের প্রতি পরমেশ্বরের অসাধারণ কৃপা প্রকাশ হইলে আর ১০ বৎসর উর্দ্ধ

সংখ্যায় সবশ থাকিবেন। তদ্‌পরে কেবল মাংস পিণ্ডবৎ জীবন ধারণ করিয়া থাকা মাত্র। তখন মহাশয়ের স্ত্রীর ২২ বৎসর বয়ঃক্রম হইবেক। ইহার পর মহাশয় বিবেচনা করিবেন।

প্রয়োজনাভাবে, অর্থাৎ পুত্র্র কন্যা সত্বে, বিবাহ করা কি পর্য্যন্ত মনঃ পীড়ার বিষয়, তাহার বৃত্তান্ত আমার স্থানে জিজ্ঞাস্য হয়। অতএব নিবেদন, আমি যে ক্ষণে বিবাহের আসনে উপ-বিষ্ট হইয়াছিলাম, তৎকালীন মনঃপীড়া উপস্থিতা হইয়া এই প্রার্থনা করাইলেন যে, হে যম! শীঘ্র আসিয়া আমার বিবাহের প্রতিবন্ধকতা কর। কিন্তু তিনি আমাকে তাঁহার অনুগ্রহের পাত্র বোধ করিলেন না। পরে দুই জনকে একবারে বিবাহ করিলাম। তাহার একজন সাকারা, তিনি গৃহ মধ্যে থাকেন; আর একজন নিরাকারা, তাঁহার নাম লজ্জা, তিনি বিবেচক লোকের সভার মধ্যে আমার সহিত গমন করিয়া থাকেন। তথায় যদি আমাকে কেহ জিজ্ঞাসা করে যে, তুমি পুনরায় কি বিবাহ করিয়াছ? তাহার উত্তর, নিরাকারা স্ত্রীকে ত্যাগ না কারলে, করিতে পারি না। গুণের মধ্যে তিনি আমার বাধ্যা স্ত্রী, আজ্ঞা করিবা মাত্র অন্তর্ধান হয়েন। এ বৃত্তান্ত বিবাহের পূর্ব্বে জ্ঞাত হইলে কদাচ বিবাহ করিতাম না। মহাশয় আমা হইতেও অধিক লজ্জা পাইবেন, এবং মহাশয়কে পূর্ব্বোক্ত প্রশ্ন, অর্থাৎ আপনি কেন বিবাহ করিলেন, ইহা জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দান করিতে কদাচ্ পারিবেন না। কারণ, লজ্জা বহু-কালাবধি মহাশয়ের অনুগতা, এইক্ষণে মহাশয়ের বৃদ্ধাবস্থায় অধিক অনুগতা ভাবে মহাশয়ের সমভিব্যাহারে অবশ্যই

থাকিবেক। মহাশয় যে যে লোকের নিকট বৃদ্ধাবস্থায় বিবাহ অকর্ত্তব্য সর্ব্বদা কহিয়াছেন, বিবাহ করিয়া তাহাদিগের সহিত সহবাস কিরূপে করিবেন? যাঁহারা মহাশয়ের সমবয়স্ক, তাঁহারা কৌতুক ছলেও মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিবেন যে, আপনি কি জন্য বিবাহ করিলেন? তাহার যে উত্তর আর আর লোকে করে, অর্থাৎ পুত্রার্থে, তাহা মহাশয় কহিতে পারিবেন না, যেহেতু মহাশয়ের তিন পুত্র দিন দিন, চন্দ্রকলার ন্যায়, গুণের দ্বারা প্রকাশমান হইতেছে। অতএব নীরব হইয়া থাকিতে হইবেক। যদি তাহাদিগকেও কোন কল্পিত কারণ কহিয়া প্রবোধ দিতে পারেন এমত হয়, কিন্তু অন্তর্যামী যে পরমেশ্বর তাঁহার নিকট কি কহিবেন? এই সকল ঘোর আপদ মহাশয়কে ঘটিবেক, ইহা ভাবিয়া যে যে কথা মহাশয়কে লিখিলে আমার অপরাধ জন্মে, তাহাও মহাশয়ের মঙ্গলার্থে সাহস করিয়া নিবেদন লিখিলাম, ইত্যবধানে আমার অপরাধ ক্ষমা করিবেন।

সর্ব্বাবস্থায় পরমেশ্বরের আরধনা কর্ত্তব্য, বিশেষতঃ বৃদ্ধাবস্থায় কেবল সেই কর্ম্মে নিযুক্ত থাকা শ্রেয়। পঞ্চাশ বৎসর বয়ঃক্রম হইলে বনে গমন করিবেক, এমত শাস্ত্রাজ্ঞা আছে। ইহার যথার্থ তাৎপর্য্য এই বোধ হয় যে, তাবত সাংসারিক ব্যাপার পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রী শ্রী গোবিন্দ চরণাম্বুজে মন ভৃঙ্গকে স্থাপন করা। ইহা পুত্র কন্যা থাকিলে না হয় এমত নহে; কারণ পুত্র উপযুক্ত হইলে এবং কন্যা শ্বশুরালয়ে গমন করিলে, তাহাদিগের দায় হইতে মুক্ত। স্ত্রীর হস্ত হইতে মৃত্যু হইলেও

নিস্তার নাই, যেহেতু সহগমনাশঙ্কা আছে। এ আপদ যদি না ঘটে, তথাচ সংসার মধ্যে থাকিয়া তাহা হইতে ত্রাণ পাওয়া সুদুস্কর। অতএব সংসারী অথচ তাহাতে নির্লিপ্সু হইয়া ভগবদারাধনা করণেচ্ছু যে ব্যক্তি, তাহার সম্বন্ধে স্ত্রী বিয়োগ অত্যুপকারী। ইহাও ঈশ্বর প্রসাদাৎ মহাশয়ের হইয়াছে। এমত সুযোগে পরমার্থালোচনা না করিয়া, যে সময়ে সংসার হইতে বিরত হইতে হয়, সে সময় মহাশয় পুনরায় বিবাহ-রূপ-ঘৃতদান সাংসারিক-দুঃখানলে করিয়া, তাহাতে পতঙ্গের ন্যায় দগ্ধ হইতে ব্যগ্র হইতেছেন। একি মহাশয়ের মত ধর্ম্মশীল এবং বুদ্ধিমান লোকের কর্ম্ম ?

আমার বিলক্ষণ বিশ্বাস আছে যে, মহাশয়ের চিরসেবিতা, ধর্ম্মানুগতা মতিকে অধর্ম্মানুগতা মতি পরাজিতা করিতে সমর্থা হইবেক না, এবং মহাশয়কে পুনরায় বিবাহ করিতে শ্রীযুক্ত তৃতীয় দাদা মহাশয় কদাচ আজ্ঞা দিবেন না। এই বিশ্বাসকে দৃঢ় করিয়া শ্রীশ্রী পরমেশ্বর সমীপে প্রার্থনা করিতেছি যে, আমি যে সমাচার শ্রবণ করিয়াছি তাহা মিথ্যা হউক। এ পত্রের উত্তরাগমন পর্য্যন্ত পথ নিরীক্ষণে থাকিলাম। ইহা শ্রীচরণে নিবেদন করিলাম ইতি ১৩ ফেব্রুয়ারী ১৮২৪। ১ ফাল্গুন ১২৩০।

৯

পরম কল্যানীয়

শ্রীযুক্ত কমললোচন মিত্র ভায়া চিরজীবেষু—

পরম শুভাশীর্ব্বাদ বিজ্ঞাপনঞ্চাগে তোমার কল্যাণ সতত শ্রীশ্রীঈশ্বরস্থানে প্রার্থনা করিতেছি তাহাতে অত্রানন্দ বিশেষঃ। তোমার ২রা শ্রাবণের পত্র পাইয়া সমাচার জ্ঞাত হইয়াছি। তোমার পীড়া নিঃশেষ হওনের আকার হইয়াছে শুনিয়া তুষ্ট হইলাম। শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ গুপ্ত মহাশয়ের উন্নতি হইয়াছে, অত্যানন্দের বিষয়। তাঁহাকে আমার নমস্কার কহিবে। শ্রীযুক্ত জামাতার অসদ্ব্যবহারের বৃত্তান্ত অবগত হইলাম। সর্ষপ তৈল অহিফেন একত্র হইয়াছে, বিষের কার্য্য না করিবেক কেন? অর্থাৎ দেবানন্দ পুরের———পুত্র,———বাটীতে বিদ্যা ও রীতি অভ্যাস, দুই অহঙ্কারের প্রিয় স্থান, তবে———বাবাজীর সমাদর নরলোক হইতে হইবেক কেন? তিনি আপনার মান রক্ষা যে প্রকারে হয় তাহা করুন। অমুক দিলেন না বলিয়া যে লোক অভিমান করে, তাহার সহিত সদ্ভাব নির্ধনের কদাচ হওনের এবং রক্ষা পাওনের সম্ভাবনা নাই, এবং তাহা প্রার্থনাও আমার বিবেচনায় বুদ্ধিমানের কর্ম্ম নহে। তবে মায়াবশাৎ যে যে চেষ্টা করিতে হয় তাহা করিবা। ঢাকার——— দিগের বাটীতে, অথবা বঙ্গাধিকারীর বাটীতে, অথবা তাহাদিগের ছায়া যে———মহাশয়দিগের বাটী তাহাতে, কন্যার বিবাহ দিয়া তাহার পিতা মাতা যে প্রকারে কন্যাকে নিজ বাটীতে না আনিতে পারিয়া মনঃ প্রবোধন করে, আমিও সেই

প্রকার প্রবোধ জন্মাইব, এবং তোমাদিগকেও ঐ মত করিতে পরামর্শ দিতে ইচ্ছা করি।

আমার প্রণাম শ্রীযুক্ত রাজীবলোচন ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে কহিবা, এবং জিজ্ঞাসা করিবা আমি যে পুস্তকের নিমিত্ত ৫৲ টাকা প্রায় এক বৎসর হইল পাঠাইয়াছি এবং বাটীর পত্রে জ্ঞাত হইলাম তাহা তিনি লইয়াছেন, তাহার কি করিয়াছেন? তাঁহা হইতে আমি লজ্জা পাইব, এমত স্বপ্নেও মনে করি নাই, কিন্তু তাহা ঘটিয়াছে। একজন পরমাত্মীয় লোকের নিকট মুখ দেখান ভার হইয়াছে। টাকা বড় বস্তু নহে, কিন্তু লজ্জা পাওয়া ভদ্রলোকের অল্প কথা নহে। বিশেষতঃ তাঁহার কথায় দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া, "অবশ্য শীঘ্র পুস্তক আসিবেক" কহিয়াছিলাম। তাহা অন্যথা হওনে মিথ্যাবাদী হইয়াছি। ইহা হইতে বিশিষ্ট লোকের আর অপমানের কথা কি আছে? যদি এ অল্প ভার তিনি অধিক বোধ করিয়াছেন, আপন অপারগতা আমাকে জানাইলেই হইত। তিনি যাহা করিয়াছেন, ভালই; এইক্ষণে এ পত্রের উত্তর পাইলে অন্যোপায় করিব। তিনি যদি পাঠান এমত হয়, তবে পূজার মধ্যে আবশ্যক নাই, বর্ষার পরে পাঠাইবেন। আমরা সকলে ভাল আছি ইহা বিজ্ঞাপন ইতি।

পিতামহ ঠাকুর এবং পিতামহী ঠাকুরাণীর শ্রাদ্ধের দিবস নিকট। অতএব শ্রীযুক্ত পীতাম্বর মিত্র ভায়াকে প্রতিনিধি দিলাম। তিনি অপারগ হয়েন, তবে বাটীতে লিখিবা, শ্রীযুক্ত নন্দলাল মিত্র ভায়া করিবেন ইতি।

৯০

পরম কল্যাণীয়

শ্রীযুক্ত ভগবান চন্দ্র দত্ত বাবাজি চিরজীবেষু—

পরম শুভাশীর্ব্বাদ বিজ্ঞাপনঞ্চাগে তোমার কল্যাণ সর্ব্বদা শ্রী শ্রীঈশ্বর সমীপে প্রার্থনা করিতেছি তাহাতে আনন্দ বিশেষঃ।—

সম্প্রতি বাটীর পত্রে জ্ঞাত হইলাম যে, আমার কনিষ্ঠা কন্যার শুভ বিবাহোপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া তুমি আসিয়া তাহা সুসম্পন্ন করিয়াছ। ইহা আমার যৎ সম্ভব মন বিনোদের বিষয়; কিন্তু তাহা না হইয়া অবক্তব্য মনস্তাপ হইয়াছে, যে হেতু তুমি বাটীর কোন লোকের অসদ্ব্যবহারকে আপনার অনাদরের কারণ জানিয়া উষ্মা করিয়া গিয়াছ। যে প্রকার শ্রীমন্মহাদেব দক্ষযজ্ঞ হইতে কোপান্বিত হইয়া গমন করেন, দক্ষযজ্ঞফলভাগী হয়েন নাই, তদ্রূপ তোমার উষ্মা প্রযুক্ত ঐ বিবাহের সুসম্পন্নতা হেতুক যে আনন্দ, তাহার বিনিময়ে আমার মহতী মনঃপীড়া লাভ হইয়াছে। দক্ষের অপরাধের উপযুক্ত দণ্ড দিয়া, পরে তাঁহার জামাতা তাঁহার প্রতি পূর্ব্বমত প্রসন্ন হইয়া, তাঁহার মনের বেদনা দূর করিয়াছিলেন। আমি পরাপরাধ কর্ত্তৃক যে তোমার উষ্মা তন্নিমিত্ত মনঃপীড়া পাইতেছি, ইহা বিবেচনা করিয়া ক্রোধের সহিত বিরোধ করিয়া তুমিও পূর্ব্বভাব গ্রহণ করতঃ আমার সুখ সম্পাদক না হইবা কেন? অর্থাৎ অবশ্য হইবা, ইহাতে দৃঢ় বিশ্বাস আছে। তথাচ আমার মনে যে যে উদয় হইতেছে,

তাহা তোমার জ্ঞাতার্থে লিখনের আবশ্যকতা জানিয়া লিখিতেছি। জামাতা এবং পুত্রের মধ্যে যে কিঞ্চিৎ বিশেষ আছে, তাহাও প্রায় থাকে না যদ্যপি জামাতার কোন্ বিশেষ গুণ থাকে। বাবাজি, তোমাতে সে বিশেষ গুণ বরং অধিক পূর্ণরূপে আছে। অতএব পুত্র বাটী হইতে রাগ করিয়া গেলে যে প্রকার অসুখ, তোমার রাগে তদ্রূপ হইয়াছে। তন্নিমিত্ত ঐকান্তিকরূপে এই প্রার্থনা করিতেছি যে, তোমার নির্ম্মল জল স্বরূপ যে সুবুদ্ধি, তিনি অভিমান অদৃঢ় সেতুকে অবিলম্বে ভগ্ন করিয়া রাগাগ্নিকে নির্ব্বাণ করতঃ আমাকে দুঃখার্ণব হইতে ত্রাণ করুন।

বাবাজি, কামাদি ষড় রিপুর বশীভূত হওনের দোষ এবং তাহাদিগকে বশীভূত করণের গুণ কি পর্য্যন্ত, তাহা তোমার সুবুদ্ধি গোচরে অবশ্যই আছে। বিশেষতঃ যে হেতু রাগের বিষয় সংসারের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে উপস্থিত হওনের সম্ভাবনা, রাগকে দমন করিবার যৎপরোনাস্তি আবশ্যকতা। ইহা কথনের আমার এমত অভিপ্রায় নহে যে, রাগকে কদাচ হইতে দিব না, বরং এই যে, বিষয় বুঝিয়া অবশ্য রাগ করা উচিত, অর্থাৎ সে রাগ প্রকাশের দ্বারা যদি কাহারও উপকার হয় অথবা আপনার ক্ষতি বারণ হয়। কিন্তু সে অবস্থায়, অর্থাৎ রাগাধীন হইয়া, চিরকাল থাকায় দোষ ব্যতিরেক গুণ নাই, যেহেতু রাগ প্রকাশের তাৎপর্য্য এই, যে কারণে তাহার উৎপত্তি তাহা পুনরায় না হয়। অতএব তোমার রাগ অযথার্থ নহে। কিন্তু অধিক কাল তাহার অধীন থাকিলে কেবল শত্রুগণের হর্ষ বৃদ্ধির কারণ

হইবেক কি না, তাহা বিবেচনা করিবা। কৌতুক করিয়াও আত্মীয়তার স্থলে এমত ব্যবহার কর্ত্তব্য নহে যাহাতে দূরস্থ লোকের অনুমানে বিবাদ বোধ হইতে পারে। কারণ, তাহারা কৌতুক না জানিয়া বিবাদকে সর্ব্বত্র অবশ্যই কহিবেক। অত-এব বিবেচনা করিবা, হাস্য করিতে করিতে শিরঃপীড়ার ন্যায় হইল কি না? এই বিবাদকে সল্লোকে লাঘব করিবার চেষ্টা করি-বেন, এবং অসল্লোকে তাহাতে নানা অলঙ্কার দিয়া লোকের বিশেষ দৃষ্টিপাতের উপযুক্ত করিবেক। পূর্ব্ব প্রকার লোক অত্যল্প এবং পর প্রকার বহু। অতএব বিবেচনা করা উচিত যে, আমরা বহুলোকের নিকট মহদপরাধ না করিয়াও মহদ-পরাধী হইব কিনা? উভয়পক্ষের অনুগত লোক আছে। তাহারা তোমার রাগের বিষয়ে লঘুত্বগুরুত্ব বিবেচনা না করিয়া স্ব স্ব বাক্পটুতা, আমাদিগের উভয়ের দোষ বর্ণনের দ্বারা, প্রকাশ করিবেক। ইহা দুষ্ট লোকে আমোদ করিয়া শ্রবণ করিবেক, এবং আত্মীয়বর্গে ম্লান হইবেক। ইহা ভিন্ন রাগের বহুদোষ আছে, তাহার বিশেষ সংক্ষেপ লিপিতে লিখনের আবশ্যকতাভাব।

নির্দ্দোষ মনুষ্য নাই, এবং বিবেচনা করিবা পরস্পর সাধারণ দোষের প্রতি চক্ষু মুদিত না করিলে কোন মতে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে না। সুবুদ্ধি লোককে অধিক সহিষ্ণুতা করিতে হয়, যেহেতু কুবুদ্ধি, অল্প বুদ্ধি, এই দ্বিবিধ লোক সংসারের মধ্যে অনেক, এবং তাহাদিগের পরপীড়ন-স্বভাব হইতে সুবোধ সর্ব্বদাই ব্যামোহ পাইতে পারেন, যদ্যপি তিনি তাহাদিগের লোকের অপ্রিয় কর্ম্মে রতি দেখিয়া তাহাদিগের

প্রতি দয়া না করেন। তোমার রাগ যে যে লোকের অসদ্ব্যবহারের দ্বারা হইয়াছে, তাহারা অবশ্য ঐ দুই প্রকারের মধ্যে। তবে তুমি সুবোধ, তাহাদিগের প্রতি দয়া না করিবা কেন? যে বাটীতে বহুজন, তাহার মধ্যে জনেক দুই জনের দোষ দেখিয়া, সে বাটী ত্যাগ করিয়া নির্দ্দোষী বহুজনের মনঃপীড়া জন্মান, বাবাজি তোমার যোগ্য কর্ম্ম নহে। তোমার রাগে আমার যে প্রকার মনঃপীড়া, তাহার বিবরণ সংক্ষেপে লিখিলাম; কিন্তু শ্রীমতী মাতা ঠাকুরাণীর মনস্তাপ কি পর্য্যন্ত, তাহা লিখিতে অশক্ত হইলাম। আর আর বাটীর সকলে অত্যন্ত অসুখে আছেন। অতএব দোষ ক্ষমা করিয়া বহুজনের দুঃখ নাশ করিতে যদ্যপি তোমার অকর্ত্তব্য কোন কর্ম্ম করিতে হয় তাহাও আমার বিবেচনায় অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহার বিহিত বিবেচনা করিবা। আদর্য্য ব্যক্তির অনাদর যে করে তাহাকেই সকলে হেয় জ্ঞান করিবেক। আদর্য্য ব্যক্তি তাহাতে রাগ প্রকাশ না করিলে কি পর্য্যন্ত প্রশংসনীয় তাহাও বিবেচনা করিবা। উপস্থিত বিষয়ে আমি যে প্রকার কাতর আছি, তাহার সহস্রগুণ শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণীকে জানিয়া, অবিলম্বে সাবকাশ মতে,একবার চাঁদড়ার বাটীতে আগমন পূর্ব্বক তাঁহার তুষ্টি জন্মাইয়া আমাকে পত্র লিখিয়া পাঠাইবা, তবে আমি স্থির হইতে পারিব। যাবত ইহা না কর, তাবৎ জ্বলন্ত গৃহস্থিত ব্যক্তির ন্যায় ব্যাকুল হইয়া কাল হরণ করিব। আমরা সকলে শারীরিক ভাল আছি এবং এখানকার বৈষয়িক সমাচার পূর্ব্বমত ইহা বিজ্ঞাপনমিতি ২৪ ভাদ্র। ১২৩১ সাল।

১১

পরম কল্যাণীয়

শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর বসু

বাবাজি চিরজীবেষু—

পরম শুভাশীর্ব্বাদ বিজ্ঞাপনঞ্চাগে তোমার কল্যাণ সতত শ্রীশ্রী-ঈশ্বর স্থানে প্রার্থনা করিতেছি তাহাতে অত্রানন্দ বিশেষঃ। তোমার ১৮ পৌষের পত্রে তোমার শারীরিক পীড়ার বিরণ পাঠ করিয়া যে প্রকার অসুখে আছি, তাহা লিখনের দ্বারা প্রকাশ্য নহে। যাবৎ না তোমার আরোগ্য হওনের সমাচার পাইব, তাবৎ এ অসুখ দূর হইবেক না। তোমার যে পীড়া, তাহা শীতকালে বৃদ্ধি হয়। ঈশ্বর কৃপায় বসন্ত আগমনে যদ্যপিও নিঃশেষ না হয়, তথাচ লাঘব হইবেক, তাহার সন্দেহ নাই। তাহাও যদি না হয়, তবে একজন ভাল লোককে প্রতিনিধি রাখিয়া এদেশে অবশ্য আসিবা। আপন শরীর রক্ষণ হইতে অধিক আবশ্যক কোন কর্ম্ম নহে, ইত্যবধানে বিহিত করিবা। পরমেশ্বরকে স্মরণ পূর্ব্বক ঔষধ সেবন করিবা। কাহার কথায় ভুলিয়া, মুদ্রা ব্যয়ের দ্বারা কুপিত নবগ্রহকে তুষ্ট করিবার চেষ্টা কদাচ করিবা না। তাহার ফল কেবল দায়গ্রস্ত হওয়া জানিবা। ইহা হইলে ধনবান লোকের গ্রহবৈগুণ্য কখন হইত না। যদি তোমার এমত বোধ হয় যে, গ্রহগণ উত্তম দ্রব্য পাইলেই মনুষ্যের ন্যায় তুষ্ট হইয়া লোকের মঙ্গল করেন, না পাইলে তদ্বিপরীত, অর্থাৎ মন্দ করেন, তবে তাঁহারা আমা

দিগের আত্মীয় কদাচ হইবেন না, কারণ আমরা নির্ধন। অতএব তাঁহাদিগকে ধনবানের সমীপে প্রেরণ করিয়া, দীননাথ একজন আছেন, তাঁহার শরণাগত হইবা। তিনি যদ্বারা তুষ্ট তাহা তিনি সকল লোককে দিয়াছেন, অর্থাৎ মন। তাহা উচিত মতে দেওনের ক্ষমতা শুভাদৃষ্ট ক্রমে হয়, ইহা ভাবিয়া তাহাতে বিরত কদাচ হইবা না, বরং যৎপরোনাস্তি যত্নবান হইবা, তবে তিনি কৃপা করিয়া তাহা সিদ্ধ করিবেন। এমত দয়ালুর শরণাগত হওয়া কর্ত্তব্য। সংসারের মধ্যে থাকিয়া নির্ভাবনা হওয়া সুকঠিন, ইহা ভাবিয়া সর্ব্বদা চিন্তার্ণবে নিমগ্ন হওয়া বুদ্ধিমান লোকের কর্ম্ম নহে। যে সকল দায়ের উপায় ভাবনার দ্বারা না হয়, তাহা কদাচ ভাবিবা না। সংসারীর দায় উপস্থিত হইয়া চিরস্থায়ী হয় না, কোন মতে অবশ্য শেষ হয়। তবে ভবিষ্যৎ দায়ের চিন্তা করিয়া উপস্থিত সুখের ব্যাঘাৎ জন্মাইবার ফল কি? আমাদিগের ঈশ্বরের প্রতি দৃঢ়া ভক্তি না থাকা এত দুর্গতি। দায় উপস্থিত হইলে তিনি মুক্ত করিবেন, ইহা জানিয়া দুর্ভাবনাকে যত্ন পূর্ব্বক ত্যাগ করিবা।

তোমার স্ত্রীর কুবচনে বাটীর সকলে অত্যন্ত বিরক্ত, তন্নিমিত্ত তুমি অতিশয় খেদান্বিত হইয়াছ। একজন হইতে বহুজন ব্যামোহ পাইলে অত্যন্ত মনস্তাপের বিষয় বটে। এ বিষয়ে তোমার অপরাধ কি? না তোমার স্ত্রীর তাবত দোষ? সূক্ষ্মরূপে বিচার করিলে, যাঁহারা বিরক্ত আছেন তাঁহারাও নির্দ্দোষ নহেন। তবে তোমার স্ত্রী দুরদৃষ্টাধীন অধিক দোষাধার হইয়াছেন। এ নিমিত্ত তাঁহাকেও ত্যাগ করা যাইবেক না,

এবং তোমাকেও সে দোষের ভাগ বিবেচক লোকে কখন দিতে পারিবেন না। তাঁহাকে লইয়া সংসার অবশ্য করিতে হইবেক। অথবা বাটীর মধ্যে যাঁহারা সুশীলা আছেন, তাঁহাদিগের উচিত কর্ম্ম তোমার স্ত্রীর কুবচনে বিরক্তা না হয়েন, অর্থাৎ যাঁহারা গুরুতরা তাঁহারা স্নেহ পূর্ব্বক, এবং যাঁহারা কনিষ্ঠা তাঁহারা ভক্তি পূর্ব্বক, তোমার স্ত্রীর দোষ মার্জ্জনা করেন। বাটীর মধ্যে দশ জনা হইলেই ভাল মন্দ দ্বিবিধ লোক অবশ্য হয়। অতএব ঐ প্রকার ব্যবহার না করিলে কলহ না হইবার বিষয় কি? কি গুরুতরা, কি কনিষ্ঠা, কেহ উচিত কর্ম্ম করিবেন না, তবে তাঁহাদিগের দুঃখ নিবারণ কে করিবেক? উচিত কর্ম্মে ত্রুটি সকলেরই আছে। তোমার স্ত্রীর কিছু অধিক।

স্ত্রী জাতির কলহ জাতীয়ধর্ম্ম, অথবা এমত রোগ যে জীবনাবধি দূর হওনের নহে, বরং সৎ চিকিৎসা করিলে বৃদ্ধি হয়। অসৎ চিকিৎসাও অবিধি। এমত স্থলে সৎপরামর্শ আমার বিবেচনায় এই হয় যে, স্ত্রীলোকের বিবাদের বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র মনোযোগ করনের প্রয়োজন নাই। এ খল জাতির বিবাদ তৈল সম্পর্কীয় অগ্নিবৎ, জল প্রদান করিলে বৃদ্ধি, ভস্ম দান করিলে নির্ব্বাণ হয়। অতএব অমনোযোগ রূপ ভস্ম দান করিলে ক্রমে ক্রমে দূর হইবেক। স্ত্রী হইতে কোন পুরুষ সুখী প্রায় নাই; তবে যে কোন কোন ব্যক্তিকে আমরা এমত বোধ করি, সে কেবল আমাদিগের ভবরোগের বিকারের ধর্ম্ম জানিবা। এ রোগ হইয়া নেত্রে সেই পীড়া জন্মিয়াছে,

যাহাতে তাবত বস্তুর প্রকৃতাকার দর্শন হয় না, সুতরাং যে সুখ সম্ভব নহে তাহা আমরা দেখিতে পাই ; এবং রোগী মাত্রেই প্রায় কুপথ্য ভোগেচ্ছু, সুতরাং আমরাও ঐ সুখ প্রার্থনা করি। ইহা বিবেচনা করি না যে, কীদৃশ কুপথ্য ঐ সুখ আমাদিগের উপস্থিত পীড়ার প্রতি হইবেক। যদি কোন রোগপ্রযুক্ত নিম্ব মিষ্ট লাগে, তবে কি নিম্বকে মিষ্ট কহিবা ? তাহা কদাচ নহে। তদ্রূপ যদি ভবরোগের বিকার প্রযুক্ত দুঃখকে সুখ বোধ করি, তবে কি সে দুঃখ সুখ হইবেক ? কদাচ এমত নহে। তৎকালীন এই বোধ করিতে হইবেক যে, আমাদিগের কোন ব্যাধি হইয়াছে, তন্নিমিত্ত তিক্ত রসকে মিষ্ট বোধ করিতেছি। তদ্বিপরীত হইলে, বোধ করা উচিত যে শরীর স্বভাবে আছে।

ঈশ্বর প্রসাদাৎ তুমি সংসারের যথার্থ স্বাদু জানিতেছ, অতএব তুমি ভবরোগ হইতে মুক্ত। তবে যে তুমি খেদ রহিত না হইয়া এত খেদিত হইয়াছ, এই আশ্চর্য্য। তুমি দীপ্তিমান গৃহে চক্ষু মুদিত করিয়া আছ, এ কারণ আপন অপূর্ব্ব দীপ্ত গৃহকে অন্ধকার বোধ করিতেছ, অর্থাৎ আপন সুখের বৃত্তান্ত জানিতেছ না। একবার বিলক্ষণ রূপে দৃষ্টিপাত কর, তবে স্ত্রী সম্বন্ধে পুরুষদিগের পশুবৎ ব্যবহারের বৃত্তান্ত দেখিতে পাইবা। অনেক স্ত্রৈণ পুরুষ আছে, তাহারা আপন আপন স্ত্রীর দোষ অবলোকন করে না বরং নির্দ্দোষিণী জানিয়া আর আর লোকের সহিত বৈরভাবে থাকে। অনেক এমত নির্ব্বোধ আছে যে, আপন আপন স্ত্রীর দোষ কি গুণ বিচার করিতে পারে না। অনেক এমত অভাগাবান আছে, স্ত্রী পুরুষ উভয়ে

মন্দ ; অতএব হিংস্র পশুবৎ কাল হরণ করিতেছে। কেহ বা আপনি অপাত্র, ভাগ্যক্রমে গুণবতী স্ত্রী পাইয়া মোহিত হইয়া লৌকিক, পারমার্থিক কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মানন্দ সুখ ভোগ করিতেছে, এই অভিমানে আছে। কেহবা এমত আছে যে উভয়ে ভাল, অর্থাৎ কাহার পীড়াদায়ক নহে। ইহারা শিষ্ট পশুবৎ দিনপাত করে। কেচিত এরূপ আছে, পুরুষ মন্দ স্ত্রী ভাল, অথবা স্ত্রী মন্দ পুরুষ ভাল। ইহারা একরূপ নরবানর একত্র হইয়া মহা অসুখে কালযাপন করিতেছে। এই সকল লোকের মধ্যে যে যে ব্যক্তিকে ঐহিক সম্বন্ধে সুখী বোধ হইতেছে, সেও আমাদিগের পূর্ব্বোক্ত রোগের ধর্ম্ম জানিবা। ইহারা কেহবা স্ত্রীর দাস, কেহ বা স্ত্রীর রিপু ; কেহবা না রিপু, না দাস। অতএব বিবেচনা করিবা, এ তিন প্রকার লোকের ধর্ম্মের পথের সহিত এ বিষয়ে কোন সম্পর্ক নাই। তুমি ইহার কোন প্রকারের মধ্যে নহ। স্ত্রীর সহিত যে প্রকার ব্যবহার উচিত তাহা তুমি করিতেছ। তাঁহার কর্ম্মের ত্রুটি তোমার প্রতি আছে। ইহাতে তোমার দোষ কিম্বা পাপ কোন প্রকারে হইতে পারে না। তথাচ তুমি এ বিষয়ে খেদিত আছ, এ তোমার অসাধারণ গুণ ; ইহার পুরস্কার পরমকারুণিক মহামহিম সর্ব্বজ্ঞ যে পরমেশ্বর, তিনি তোমাকে অবশ্য দিবেন। যেমত কোন কোন রোগী কুপথ্য ভোজনেচ্ছু হয় না, তেমত সংসাররূপ রোগগ্রস্ত লোকের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি এমত সচেতন আছেন যে, তাঁহারা স্ব স্ব স্ত্রীদিগের দোষ গুণাধীন আপন আপন দুঃখ সুখকে না জানিয়া, বরং তাহাকে কুপথ্য বোধ

করিয়া, সুপথ্য গ্রহণ করেন, অর্থাৎ যথার্থ সুখভোগের ভাজন ইহকালে ও পরকালে সৎক্রিয়ার দ্বারা হওনের চেষ্টা অনবরত করেন। আমি ঈশ্বর সমীপে শুদ্ধান্তঃকরণে এই প্রার্থনা করি যে, তুমি এই সচেতন ব্যক্তিদিগের মতাবলম্বী হইয়া ঐহিকে পরম সুখে কালক্ষেপণ করিয়া পরকালে নিত্য সুখের ভাজন হও।

শ্রীমদ্ভাগবত লেখাইবার বিষয়। উত্তম লেখক আট শত শ্লোক একটাকায় কেহ লিখিতে স্বীকার করে না। চারি শত পাঁচ শত লিখিবেক, ইহার অধিক নহে। কিন্তু লেখকেরা বড় অসল্লোক, প্রথমে টাকা লয়, পরে লিখিতে বিস্তর বিলম্ব করে; এবং শুদ্ধ পুস্তক এখানে পাওয়া সুদুর্লভ। যাহাদিগের নিকট আছে, তাহারা দেয় না। বাঙ্গলা ভাষায় হইলে অনায়াসে পাওয়া যাইত। এখানে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়। যে প্রকার পত্রা * * * * পাঠাইয়াছ সেই প্রকার পত্রা, এবং যে ধারা ক্রমে তাহাতে আছে এই প্রকার লেখা, চারি শত সাড়ে চারি শত শ্লোক টাকায় পাওয়া যাইবেক। যদি লওয়া কর্ত্তব্য হয়, তবে সম্প্রতি ৪৫৲ টাকা পাঠাইবা, পুস্তক লইয়া রাখিব। লেখাইতে হইলেই ইহা হইতে অধিক ব্যয় হইবেক ইহা বিবেচনা করিবা।

আমরা সকলে ভাল আছি। তোমার পীড়াই মহতী পীড়া আমাদিগের সকলেরই হইয়াছে। * *
মেং গেরেট সাহেব তোমাকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করেন তাঁহার পত্রে বোধ হইল, ইহাতে যৎপরোনাস্তি মনোবিনোদ হইল।

এইক্ষণে তোমাকে ঈশ্বর আরোগ্য করুন, তবেই সকল মঙ্গল ইহা বিজ্ঞাপন ইতি—২১ মাঘ ১২২৯।

১২

সেবকস্য প্রণামা নিবেদনঞ্চাগে মহাশয়ের শ্রীচরণাশীর্ব্বাদাৎ সেবকের পরম মঙ্গল পরন্তু, মহাশয়ের ২১ কার্ত্তিক এবং ২৬ অগ্রহায়ণের পত্র পাইয়াছি। প্রথম পত্রে ৺ সেজ বহু ঠাকুরাণীর ঈশ্বর প্রাপ্তির সমাচার পাঠ করিয়া যে প্রকার মনঃ-পীড়া হইয়াছে, তাহা বাক্যের দ্বারা ব্যক্ত হওনের বিষয় নহে। কিন্তু বিবেচনা করিলে তাঁহার ভাল হইয়াছে। প্রথমতঃ তিনি কোথা গমন করিয়াছেন বিবেচনা করা উচিত। তিনি সেই স্থানে গিয়াছেন, যে স্থানের অধিক নিকটস্থ আমরা প্রতিক্ষণে হইতেছি। কালক্রমে অবশ্য তথায় পৌঁছিতে হইবেক। এমতে পুনরায় একত্র হওনের সম্ভাবনা না থাকিলে বড় শোকের বিষয় ছিল। দ্বিতীয়তঃ তিনি তথায় পৌঁছিয়া কি ভাবে আছেন, তাহা শাস্ত্রচক্ষুর দ্বারা দেখিতে হইবেক। চিরকাল স্বামী-সেবা ইত্যাদি সৎকর্ম্ম ও সতীত্ব ধর্ম্ম পালন করিয়া পতি সম্বে জ্ঞান-পূর্ব্বক গঙ্গালাভ হওনে তাঁহার উত্তমা গতি হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই।

এক উত্তমর্ণের স্থানে আমরা সকলে ঋণ লইয়া বাণিজ্য করিতে আসিয়াছি। আমাদিগের মধ্যে যদি কেহ শুভাদৃষ্ট ক্রমে এমত উপার্জ্জন, বহুকাল প্রবাসের ক্লেশ ভোগ না করিয়া, করিতে পারে যে তদ্বারা উত্তমর্ণের ঋণ শোধ দিয়া আর,

ঋণ লইতে না হয়, তাহা দেখিয়া আমরা কি খিদ্যমান হইব? না বরং আনন্দিত হইয়া তিনি যেরূপে যেরূপে অঋণী হইয়াছেন আমরাও সেই মত আচরণ, অর্থাৎ সৎকর্ম্ম করিব ? এবং কত দিনে বিশিষ্টরূপে উত্তমর্ণের ঋণ পরিশোধ করিয়া সম্ভ্রম রক্ষা করিব, ইহার নিমিত্ত ব্যগ্র না হইয়া, আমাদিগের সঙ্গী একজন আমাদিগকে দুঃখে পতিত দেখিয়া কর্ম্ম ক্রমে ত্যাগ করিয়া গিয়া সুখী হইলেন কেন, ইহা ভাবিয়া ম্লান হওয়া যদি বিবেচনার কর্ম্ম হয়, তবে সেজ বহুঠাকুরাণীর মত ভাগ্যবতীর মৃত্যুতে শোক করা উচিত, এই প্রকার ভাবিয়া আমি মনের আত্যন্তিক দুঃখ দূর করিয়াছি। অবশিষ্ট যাহা আছে কালের সহিত যাইবেক। এবং আর আর সকলের শোক দূর ক্রমে ক্রমে হইবেক, কিন্তু শ্রীযুত তৃতীয় দাদা মহাশয়ের মনস্তাপ অসহনীয় হইয়াছে, তাহা আমি বিলক্ষণ জানিতেছি। পুরাণেও প্রমাণ আছে শ্রীশ্রীরামচন্দ্র কহিয়াছেন, ইতরশোক কালে হ্রাস হয় কিন্তু কলত্রশোক দিন দিন বৃদ্ধি হয়। অতএব এ বিষয়ে অত্যন্ত ভাবিত আছি। শ্রীযুক্ত মহাশয়ের সুকোমল অন্তঃকরণে এ দারুণ শোক কি প্রকার আঘাত করিয়াছিল এবং এইক্ষণেই বা কি ভাব, তাহার বিশেষ লিখিতে আজ্ঞা হইবেক। * * * * * *

৺ সেজ বহু ঠাকুরাণীর মৃত্যুকালীন ত্রিদোষ হইয়াছিল, ইহাতে অকল্যাণ হইবেক, ইহা ভাবিয়া চিন্তিত হওনে কোন গুণ নাই। যাহা হইবার তাহা অবশ্য হইবেক, তাহা মুদ্রাব্যয়ের দ্বারা কদাচ নিবারণ হইতে পারিবেক না। ইহাতে যদি

মন না বুঝে, তবে যথাশক্তি কিঞ্চিৎ স্বস্ত্যয়ন করা উচিত। কারণ মনের অসুখ অধিক দুঃখদায়ক, তাহা বারণ করা কর্ত্তব্য। আমরা মৃত্যুকে যৎপরোনাস্তি অকল্যাণ বোধ করি। তাহা চিরকাল হইয়া আসিতেছে, কেহ কখন বারণ করিতে পারেন নাই, অতএব তন্নিমিত্ত চেষ্টা ভ্রান্তি মাত্র। ঐহিক সুখলাভ অথবা দুঃখ নিবারণার্থে প্রার্থনার আবশ্যকতাভাব। জগত পিতার নিকট আমরা সৎপুত্রের ন্যায় ব্যবহার করিলে, আমাদিগের যাহাতে ভাল হইবেক তাহা তিনি অবশ্য করিবেন। আমরা আমাদিগের কিসে ভাল হয় কিসে মন্দ হয়, তাহা জ্ঞাত নহি। তিনি তাহা বিলক্ষণরূপে জানেন, অতএব আমাদিগের তাবত অভীষ্টদান তিনি না করিয়া স্বেচ্ছামত আমাদিগকে রাখেন। অতএব আমাদিগের এই উচিত যে, তিনি যে ভাবে রাখিবেন তাহাকে উত্তম বলিয়া জানিব। যদি বলেন এ ভাব দুর্লভ, তবে দুঃখী হওয়াও অসম্ভব। ধনের দ্বারা ঈশ্বরারাধনা হইতে মনের দ্বারা শ্রেষ্ঠ। কি আশ্চর্য্য! আমাদিগের যাহা নাই, অর্থাৎ ধন, তাহার দ্বারা যদ্যপিও উত্তমারাধনা নহে, তথাচ না করিতে পারিয়া খিদ্যমান হই, যাহা আছে, অর্থাৎ মন, তাহার দ্বারা আরাধনা শ্রেষ্ঠ জানিয়াও করিবার চেষ্টা নাই। "ধনাৎ মোক্ষ" সেই প্রকার কথা, যেমত চিরকালাবধি সকলে কহিয়া থাকেন "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা"। এমত কথা কহনে পাপ, ইহা অল্প লোক মনে করেন। আহার আচ্ছাদনের আবশ্যকতা না থাকিলে ধনের অতি সামান্য গৌরব হইত। এই দুই বিষয়ের ক্লেশ সংসারের মধ্যে

হইলে বড় ব্যামোহ বোধ হয়, বিশেষতঃ আহার। ধনাভাবে ক্রিয়ার পরিপাট্য হয় না, এ নিমিত্ত ক্ষণমাত্র অসুখী হওন ঘোর ভ্রান্তির কর্ম্ম। সাংসারিক ব্যবহার এবং শ্রাদ্ধাদি সামন্য-রূপে করা উচিত, এমত শাস্ত্রের অভিপ্রায় বোধ হয়। নতুবা শ্রাদ্ধে কলার খোলা ব্যবস্থা না করিয়া ধনবানের প্রতি স্বর্ণ পাত্রের বিধি না করিলেন কেন ? মাতৃ-পিতৃ শ্রাদ্ধ সাধ্যানুসারে করিতে কহিয়াছেন ; কিছু যোত্র না থাকে, তবে অরণ্যে রোদন পর্য্যন্ত বিধি আছে। কিন্তু সাধুত্বরূপে যে দস্যুবৃত্তি, অর্থাৎ ঋণ, করিতে আজ্ঞা দেন নাই। কারণ ঋণ পরিশোধ করিতে অশক্ত হইলে দস্যুবৃত্তি হইতে অধিক নিন্দনীয় হয়। দস্যু একেবারে হরণ করে, ঋণী অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়া, অর্থাৎ দিব বলিয়া না দিয়া, পাপগ্রস্ত হয়। ধন হরণের পাপ আছেই আছে। দস্যু এবং ঋণীর মধ্যে আর কিঞ্চিৎ অধিক বিশেষ আছে। দস্যু আত্মীয়ের ধন হরণ করে না, ঋণীর এ পাপটি অনায়াসে হয়। * * * ইহা শ্রীচরণে নিবেদন ইতি ৬ই পৌষ ২০সে ডিসেম্বর ১৮২৩।

১৩

সেবকস্য প্রণামা নিবেদনঞ্চাগে মহাশয়ের শ্রীচরণাশীর্ব্বাদাৎ সেবকের পরম মঙ্গল পরন্তু। * * * * *

সংসার সনক্র অর্ণব, তন্মধ্যে মগ্ন হইলে দুঃখ ব্যতিরেক সুখ হওনের বিষয় কি ? এ দুঃখ আছেই, ইহাকে আমরা

বিবেচনার দোষে অধিক করিয়া সর্ব্বদা অধিক মনঃপীড়া পাই, তথাচ বুদ্ধিমান লোকের সৎপরামর্শানুসারে ব্যবহার করিয়া ঐ দুঃখকে লাঘব করিবার চেষ্টা করি না। কেন আমরা আমাদিগের হইতে যে যে লোক অধিক দুঃখী আছে, তাহাদিগকে দেখিয়া আপনাদিগকে সুখী জ্ঞান না করি? কেন আমরা উন্নত ব্যক্তিদিগের প্রতি দৃষ্টি করিয়া আপনাদিগকে অভাগ্যবন্ত বোধ করি? কেন আমরা ঐ ব্যক্তি দিগকে দেখিয়া এমত বোধ না করি যে যিনি সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্ব শক্তিমান, তিনি আমাদিগের প্রতি অত্যন্ত স্নেহ প্রযুক্ত, ধন মদকে অতি মন্দ জানিয়া, তাহা আমাদিগকে না দিয়া, যাহাকে আমরা ভ্রান্তি ক্রমে দুঃখ বোধ করি, তাহা তিনি ভাল, অর্থাৎ ভবরোগের বিকার নিবারক ঔষধ, জানিয়া আমাদিগকে দিয়াছেন? কেন আমরা এমত বিবেচনা না করি যে সংসার দুঃখার্ণবের মধ্যে যদি সুখানুভব হয়, সে ভবরোগের বিকারের কর্ম্ম, যেমত ব্যাধি বিশেষ আছে, তাহা হইলে নিম্ব মিষ্ট লাগে? কেন আমরা এমত না বুঝি যে আমাদিগের পরম হিতকারী এবং পরম কারুণিক পিতা আমাদিগকে ঐ বিকার হইতে মুক্ত রাখিয়া, সংসার রূপ নিম্বের যথার্থ, অর্থাৎ তিক্ত, রসাস্বাদন ক্ষণে ক্ষণে করাইয়া এই উপদেশ দিতেছেন যে, তোমরা এ রসে মুগ্ধ না হইয়া, সংসারে থাকিয়া উপস্থিত অবস্থাকে উত্তম জানিয়া পরমার্থ চিন্তা করিয়া তাহার মিষ্টতাকে আস্বাদন করিয়া, পরম সুখের ভাজন হও? কেন আমরা এমত জ্ঞান না করি যেমত সামান্য রোগের বিকার

হইলে পিতা মাতা বিষপান করাইয়া তাহাকে দমন করেন, সেইরূপে আমাদিগের ভবরোগ শান্তি করণার্থ আমাদিগের পরম স্নেহবান পিতা সাংসারিক দুঃখরূপ বিষপান করাইয়া তাহাকে দমন করিতেছেন ? যদি বলেন, সামান্য বিকার বিষের দ্বারা দূর হয়, আমাদিগের ভবরোগের বিকার অনুপম বৈদ্যের ঔষধে দমন না হয় কেন ? এই ক্ষণে এই বিবেচনা অবশ্য করিতে হইবে যে আমাদিগের বিকারের অত্যন্ত প্রাবল্য, এমত হিতকারী বিশারদ চিকিৎসক না থাকিলে ঐ বিকার আরও অধিক পীড়াদায়ক হইত। অথবা এই প্রকার বিবেচনা করিতে হইবে যেমত তাবত রোগের ভোগের কাল নিরূপিত আছে,তাহা শেষ না হইলে ভাল হয় না, তেমত আমাদিগের ভবরোগের কাল নিরূপিত আছে, তাহা শেষ হইলে অবশ্য ভাল হইবেক ; কিম্বা বিকার দমন হইয়াছে, তথাচ তিনি স্নেহ প্রযুক্ত, সে রোগকে নিঃশেষ করিবার নিমিত্ত আমাদিগকে সংযত রাখিয়া ঔষধ সেবন করাইতে ক্ষান্ত হন নাই। এই প্রকার সদ্বিবেচনা ব্যারি যাবন্না আমরা আমাদিগের সাংসারিক দুঃখানলে প্রদান করিতে পারিব, তাবৎ ঐ অনলে অবশ্য দহন হইতে হইবেক, অত্র সন্দেহ নাস্তি।

* * * * ইহা শ্রীচরণে নিবেদন ইতি ৫ ফেব্রুয়ারি ১৮২৩।১৪ মাঘ ১২২৯।

১৪

পরম শুভাশীর্ব্বাদ বিজ্ঞাপনঞ্চাগে—

তোমার কল্যাণ সতত শ্রীশ্রীঈশ্বর স্থানে প্রার্থনা করিতেছি তাহাতে অত্রানন্দ বিশেষঃ।—

তোমার ১লা বৈশাখের পত্র ২৩ এপ্রেল পাইয়া তাহাতে তোমার বৈষয়িক অপ্রতুলের বৃত্তান্তাবগত হইয়া অত্যন্ত ভাবিত হইয়াছি, এবং এইভাবে তাবৎ থাকিব যাবন্না মঙ্গল সমাচার পাই। ইত্যবধানে বোর্ডের আজ্ঞা আসিবামাত্র আমাকে সমাচার লিখিবা। এ বিষয়ে তোমার দোষ নাই, ইহাতে সাহস করিয়া তোমার মঙ্গল প্রার্থনায় পরমেশ্বরের নিকট নিযুক্ত থাকিলাম। রাজকর্ম্মে উপরোধ করা এবং মানা অত্যনুচিত। আমাদিগের দেশীয় লোক তাহা অনেকে জ্ঞাত নহেন। যাঁহারা জানেন, তাঁহারাও তদনুসারে ব্যবহার করেন না। এরূপে অনেক লোককে বিপদগ্রস্ত হইতে দেখিয়াছি। মনুষ্যের কর্ম্ম দেখিয়া শিক্ষা করা, ঠেকিয়াও যদি না শিক্ষা করে তবে বড় অন্যায়। এ দায় হইতে মুক্ত হইয়া অন্যায় উপরোধ কদাচ করিবা না এবং মানিবা না। যে যে বিষয়ের বীজ, অর্থাৎ রূবকারীর অভিপ্রায়, জ্ঞাত নহ, তাহার ঘোষণা পত্র যদ্যপি তুমি রচনা কর নাই, কি প্রকারে স্বহস্তে লিখিলে এবং তাহার বাক্যের শুদ্ধতা অশুদ্ধতা বিবেচনা করিলে? তুমি তথাকার প্রধান, তোমার অগোচরে অযথার্থ ঘোষণাপত্র হয় নাই, ইহা তোমাকে অবশ্যই

স্বীকার করিতে হইবেক। ইহাতে বোর্ডের বিচারে যত্তপিও অপরাধী না হও, অমনোযোগী কহিয়াও দণ্ডযোগ্য কহিতে পারেন। এখানকার বোর্ড ভৃত্যগণের প্রতি সর্ব্বদা অতি সূক্ষ্ম বিচার করেন। কিঞ্চিৎ দোষ মার্জ্জনা করেন না। ইহাতে তাঁহাদিগকে মন্দ বলিতে পারি না, এমত করিয়াও ভৃত্যগণকে যথার্থ পথে চালাইতে পারিতেছেন না। আমরা সহায়হীন, কর্ম্ম গেলে হওয়া ভার, ইহা বিবেচনা করিয়া অতি সাবধান পূর্ব্বক ব্যবহার করিবা।

পরম শুভাশীর্ব্বাদ বিজ্ঞাপনঞ্চাগে—

তোমার কল্যাণ সতত শ্রীশ্রীঈশ্বরস্থানে প্রার্থনা করিতেছি তাহাতে অত্রানন্দ বিশেষঃ।—

তোমার ১১ শ্রাবণের পত্র পাইয়া সমাচার অবগত হইয়াছি। আমি তোমাকে যাহা লিখি, তাহা ন্যায় কি অন্যায় বিবেচনা করিতে ভীত হইয়াছ; অতএব লিখিতেছি এরূপ ভয় কদাচ করিবা না। তোমার লিখনের দ্বারা আমার ভ্রমদূর হইলে অত্যন্ত আনন্দিত হইব। কিন্তু সম্প্রতি যাহা লিখিয়াছ তাহা সে প্রকার নহে, সুতরাং তাহার উত্তর লিখিতে হইল। ঘটিকাযন্ত্র এবং ঝল্লরীর কথা যাহা তুমি উল্লেখ করিয়াছ, তদ্দারা কুসঙ্গের হেয়ত্বা স্পষ্টরূপে সাব্যস্ত হইতেছে; কিন্তু কুক্রিয়ার অংশী না হইলেও দণ্ড হয়, এমত সপ্রমাণ কোন মতে হয় না, যে হেতু ঝল্লরীর সহায়তা ব্যতিরেকে ঘটিকা যন্ত্রের সদোষ ক্রিয়া

হওনের সম্ভাবনাভাব। অতএব তাহা সমুচিত অনুচিত নহে। সর্ব্বদা কুসঙ্গে থাকিয়াও উত্তমের উত্তমতার বিশেষ হানি হয়না, তাহার প্রমাণ লিখিতেছি। স্বর্ণ মুদ্রা তাম্র মুদ্রার সহিত একত্র থাকিলে অবশ্য বিবর্ণ হয়; কিন্তু বিবেচনা পূর্ব্বক পরীক্ষা করিলে, তাহার সুবর্ণত্বের এবং মূল্যের কিঞ্চিৎ মাত্র হানি হয় না। তাদৃশ নির্দ্দোষী এবং সাবধান বাক্তির সঙ্গ দোষে অবশ্য হানি, অর্থাৎ দুর্ণাম, হয়; কিন্তু বিবেচক সমাজে তাহা মার্জ্জনীয়, এবং স্বয়ং দোষী না হইয়াও সঙ্গ দোষে ঐ দুর্ণাম হইয়াছে, ইহা বিবেচনা করিয়া তাবত সল্লোকে নিন্দা না করিয়া খিদ্যমান হয়েন। বুদ্ধিমান লোক সকল বিবেচনা করিয়া সঙ্গ করেন, তথাচ যদ্যপি পাকে প্রকারে কুসঙ্গ হয়, যেমত তোমার হইয়াছে, সে সঙ্গ ত্যাগাসাধ্য নহে। তাহারা সাবধান থাকিলেও, অর্থাৎ কু কর্ম্মের অংশী না হইলেও, দুর্ণাম হয়। অসাবধান থাকিলে কি পর্য্যন্ত ক্ষতি হওনের সম্ভাবনা আছে, তাহা সংক্ষেপ লিপিতে বর্ণন অসাধ্য। বুদ্ধিমান লোকের কর্ত্তব্য সর্ব্বদা সাবধান থাকা। কুসঙ্গ হইলে আরও অধিক সাবধানতা আবশ্যক। তাহা হইলে মনুষ্যত্বের হানি অথবা দণ্ড হইতে পারে না। ইচ্ছা পূর্ব্বক, অথবা অনিচ্ছা পূর্ব্বক, কোন মান্যলোকের উপরোধ ক্রমে কুকর্ম্মের অংশী না হইলে, পরদোষ কর্ত্তৃক দণ্ড কাহার হইয়াছে, এমত আমার শ্রবণে আইসে নাই। অথচ তুমি লিখিয়াছ ইহা প্রত্যক্ষ। সুতরাং আমি তাহা অপ্রত্যক্ষ কহিলে তোমার মান্য হইতে পারে না। কুসঙ্গে থাকিয়া কুকর্ম্মের অংশী না হইলে কদাচ দণ্ড হয় না, তাহার শত শত

প্রমাণ আছে। অকর্ত্তব্য কর্ম্ম এবং কুস্থানে, অর্থাৎ বেশ্যালয়ে, গমন ভদ্রলোকের কদাচ কর্ত্তব্য নহে; কিন্তু পরাধীন ব্যক্তি হইতে এ ব্যবস্থা সম্যক প্রকারে প্রতিপালন হওন অসম্ভব। হইলে, সে ব্যক্তি বিশিষ্ট সমাজে যৎপরোনাস্তি প্রশংসনীয়। এ প্রকার পরাধীন অভাগ্যবন্ত ব্যক্তি যদ্যপি কোন বেশ্যাসক্ত ধনবান লোকের উপরোধে পতিত হইয়া বেশ্যালয় গমন করে এবং তাহার কুকর্ম্মের অংশী না হয়, তবে তাহার ধনহানি, অথবা উপদংশ ইত্যাদি মহতী পীড়া দায়ক রোগের দ্বারা শারীরিক দণ্ড, অথবা কেবল কুস্থানে গমন নিমিত্ত ধর্ম্ম নষ্ট কি প্রকারে হইতে পারে? তাহার তথায় গমনের কারণ বিবেচনা করিয়া সল্লোকে তাহার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না, এবং সর্ব্বজ্ঞ যে পরমেশ্বর, তিনিও ক্ষমা করিবেন। কিন্তু পরাধীন ব্যক্তি তথায় ইচ্ছা পূর্ব্বক গমন করিলে অবশ্য সর্ব্বজ্ঞের বিচারে দণ্ডার্হ হইবেক। ইচ্ছা কি অনিচ্ছা পূর্ব্বক গমন হইয়াছিল, তাহা বিচার করণের ক্ষমতা মনুষ্যের নাই; অতএব লোকাপবাদ অবশ্য হইবেক, তন্নিমিত্ত অনিচ্ছা পূর্ব্বক এমত উপরোধে পতিত হওয়া অত্যনুচিত। কুসঙ্গে থাকিয়া কুক্রিয়ার অংশী হয় না এমত অনেক লোক আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। বরং এপ্রকার না হইতে পারিলে এইক্ষণে সংসারে বিশিষ্ট রূপে থাকা ভার, কারণ সৎসঙ্গ ভাগ্য ক্রমে এবং অসৎ সঙ্গ বিনা চেষ্টায় ঘটনা হয়। কুসঙ্গ এবং কুকর্ম্ম বিশিষ্ট লোকের অকর্ত্তব্য, ইহাতে যাহার দৃঢ়তর সংস্কার আছে, তাহার কুসঙ্গ পাকে প্রকারে হইলেও তাহা হইতে কুকর্ম্ম কদাচ হয় না। কামাদি ষড়রিপু

এবং মন দেহ মধ্যে সর্ব্বদা একত্র আছে। কিন্তু সুশিক্ষিত মনের চাঞ্চল্য জন্মাইয়া অসৎ কর্ম্মে রত করিতে তাহারা অশক্ত তাহার সাক্ষী, সাধুলোক সকল এইক্ষণে অদৃশ্য নহেন। বরং সুশিক্ষিত মনের সঙ্গে প্রযুক্ত রিপু হইতেও উপকারের আশা অসম্ভব নহে। অতএব কুসঙ্গ পাকে প্রকারে হইলেই কুকর্ম্ম না করিলেও দণ্ড হয়, এ বোধ বুদ্ধিহীন ব্যক্তিকে অর্পণ করিয়া আপনি কুকর্ম্মের অংশী না হইয়া, যে কুলোকের সঙ্গ হইয়াছে তাহাদিগকে সৎকর্ম্মে রত আপন বিশিষ্টাচরণের দ্বারা করণের চেষ্টা সর্ব্বদা করিবা। ইহা সফল হইলে পরম মঙ্গল, না হয় তাহাদিগের অভাগ্য, তোমার সৌভাগ্য সর্ব্বতোভাবে হইবেক অত্র সন্দেহ নাস্তি। যদ্যপি তোমার কুসঙ্গীর কুক্রিয়া জন্য তোমার দণ্ড হইতে পারে এমত বুঝিয়াছ, তোমার সৎকর্ম্মের পুরস্কারের অংশে তাহার অনধিকার কিরূপে সম্ভব হয়, ইহা বিবেচনা করিবা। যদি বল কুলোক অনেক, তুমি একক, অতএব তাহাদিগকে পরাজয় করিতে অশক্ত। তাহাদিগকে পরাজয় করণের চেষ্টা সফল না হইলে ক্ষতি কি? আপনাকে দোষ হইতে মুক্ত রাখিবার বাধা কি? সুনির্ম্মিত বাটী হইলে একজন সুচতুর রক্ষক অনায়াসে শত শত তস্করকে দূর করিতে পারক হয়। তাদৃশ আপনি নির্দ্দোষ এবং মন সুশিক্ষিত হইলে, শত শত কুলোকের সঙ্গতেও তাহা হইতে দণ্ডার্হ কর্ম্ম হওনের বিষয় কি? সঙ্গদোষ এবং সঙ্গগুণ উভয়েরই প্রমাণ শাস্ত্রে এবং জগন্মধ্যে আছে, কিন্তু পাত্র বিশেষে বিশেষ দোষ এবং গুণ হয়। অতএব পাত্রের উত্তমতা এবং অধমতা স্বীকার

অবশ্য করিতে হইবেক। কু এবং সু পরস্পর সঙ্গী। যদি কু অধিক বুদ্ধিমান হয়, তবে সু'র স্বভাব ত্যাগ করাইয়া আপন সঙ্গী করিতে পারে। তদ্বিপরীত, অর্থাৎ সু অধিক বুদ্ধিমান হইলে, কু'কে সু করিতে অবশ্য পারক হয়। অতএব ভাল লোকের কুসঙ্গ এক প্রকার পরীক্ষার স্থল। তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিলে, অর্থাৎ কুসংসর্গে থাকিয়াও মন্দ না হইলে, সে ব্যক্তি যথার্থ রূপে প্রশংসনীয় হয়।

অনেক এমত মূর্খ আছে যে, যুবাবস্থায় শিষ্ট থাকিয়া বাসস্থানের দশজনের মধ্যে গণ্য হওনের নিমিত্ত তাহাদিগের ন্যায় কুকর্ম্মী হয়, অর্থাৎ লজ্জা ত্যাগ করিয়া এমত অবস্থায় বেশ্যাসক্ত হয় এবং আর আর কুকর্ম্ম করে যে অবস্থায় পরম শিষ্ট হওয়া উচিত, কদাচ বিবেচনা করে না যে মন্দকর্ম্ম করিয়া গণ্য হওয়া হইতে সৎকর্ম্ম করিয়া অগণ্য থাকা শ্রেয়ঃ। এ সকল লোক আপনারা মন্দকর্ম্ম করিয়া জন্মগ্রহণের অসার্থ-কতা করে, এবং যে সকল বালক এবং অনুগত লোক তাহা-দিগের নিকট থাকে তাহাদিগকে মন্দ করে। এমত অসৎ কর্ম্ম করিয়াও, আপনারা বড় বুদ্ধিমান এমত অভিমান আছে, কি আশ্চর্য্য! এ প্রকার লোকের বৃত্তান্ত কেবল অনুমান করিয়া লিখিলাম এমত নহে, স্বচক্ষে দেখিতেছি, এবং অন্য-স্থানে প্রধানরূপে আছে বিচক্ষণ লোকের নিকট শ্রবণ করিয়াছি; অতএব তোমার জ্ঞাতকারণ লিখিলাম। এ মূর্খ-দিগকে জিজ্ঞাসা করিলেই বলে "চিরকাল প্রবাসে থাকা, না করিলে চলে না।" পরমেশ্বরকে ভয় থাকিলে এমতকর্ম্ম

করিতে প্রবৃত্তি হইবে কেন ? বিবেচনা করিলে ইহারা লোক-লজ্জা ও ত্যাগ করিয়াছে। প্রবাস ইহার কারণ কোন মতে নহে, তাহা হইলে যুবাবস্থায় বিদেশে থাকিয়া এমত কর্ম্ম করিত। যেহেতু তখন সে কর্ম্ম করে নাই, তাহাতে এই বোধ হয় তৎকালে কুসঙ্গ ও সঙ্গতি ছিল না, এইক্ষণে তাহা হইয়াছে তবে অভীষ্ট সিদ্ধি না করিবেক কেন, এই প্রধান কারণ। যাহা হউক ইহারা সুমূর্খ, তাহার কোন সন্দেহ নাই।

গত বৎসর যে প্রকার জ্বর কলিকাতায় হইয়াছিল সেই প্রকার জ্বর এদেশে এ বৎসর অত্যন্ত প্রবল হইয়াছে। তাহার বৃত্তান্ত লিখিতেছি।—সর্ব্বাঙ্গে অত্যন্ত বেদনা হইয়া জ্বর আইসে, ২।৩।৪।৫।৬ উপবাস করিলে জ্বরত্যাগ হয়, কিন্তু মাসাবধি দৌর্ব্বল্য এবং অরুচি থাকে। এ জ্বর দুইবার তিনবার এবং চারিবার কাহার কাহার হইয়াছে, একবার না হইয়াছে এমত লোক প্রায় নাই। কিন্তু সকলেই ভাল হয়, মৃত্যু কাহারও হয় নাই, এই কল্যাণ। আমাদিগের সকলের এ জ্বর একবার হইয়াছিল, ঈশ্বর প্রসাদাৎ সকলেই আরোগ্য পাইয়াছি।

এদেশে অদ্যাবধি উত্তমরূপে বৃষ্টি হয় নাই, তথাচ কৃষি-কর্ম্ম এক প্রকার হইতেছে। কিন্তু সম্প্রতি প্রায় ১৫ দিবস বৃষ্টি হয় নাই, আর ৫।৭ দিবস না হইলে কিছুমাত্র শস্য হইবে না। বৃষ্টির কোন লক্ষণ নাই, তবে ঈশ্বর ইচ্ছা কে বুঝিতে পারে ? ইতি ১৯শে আগষ্ট ১৮২৫।

১৬

পোষ্য শ্রীদুর্গাপ্রসাদ মিত্রস্য নমস্কারা নিবেদঞ্চাগে মহাশয়ের পরমৈশ্বর্য্য শ্রীশ্রীঈশ্বরস্থানে নিরবধি প্রার্থনা করিতেছি, তাহাতে অত্রানন্দ বিশেষ। মহাশয়ের অনুগ্রহ পত্র ক্রমে দুইবার প্রাপ্ত হইয়া, ঐ পত্রোদ্যানের বাক্য সুপুষ্পের অর্থমকরন্দ পান পূর্ব্বক চিত্তভৃঙ্গ যে প্রকার হৃষ্ট হইয়াছে, তাহার বিবরণ নিবেদন করিতে অশক্ত, এবং মহাশয়ের অনুগ্রহের পরমভক্ত হইয়া দর্শনার্থে কালের বশতাপন্ন হইয়া থাকিলাম। পুষ্পোদ্যানেও তৃণাদির স্থানাভাব নাই, অতএব মহাশয়ের সদন্তঃকরণে আমাকে স্থান দান করিয়া আপন মহত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, নতুবা এ তৃণোপমের সে পর্য্যন্ত গতির ক্ষমতা কি? এক্ষণে স্ববিবরণ নিবেদন, পূর্ব্বমত স্বকর্ম্ম বৃক্ষে যত্ন পূর্ব্বক বারিদান করিতেছি, তদ্দারা যাদৃক ফল হইতেছে তাহাই ভোগ করিতেছি এবং শারীরিক ভাল আছি। ইতি।

সমাপ্ত।